গীতিকার

গীতিবর্ষ

কুন্তলীন প্রেস হইতে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য ১৷৷০ টাকা।

প্রীতি-উপহার
তোমাকে দিলাম

সূচী

সূচী

সূচী

সূচী

সূচী

সূচী

সূচী

গীতিকা

কি শ্লোক রচিব আজি তোমার লাগিয়া,
অয়ি বঙ্গভাষা,
সোহাগ-সান্ত্বনা-পাশে কেন জড়াইলে দাসে,
জাগায়ে তুলিলে কেন ভক্তের অন্তরে
মধুর পিপাসা,
পূজিবার আশা!

তোমার নন্দনলোক, বহু ঊর্দ্ধে দেখা যায়,
মহিমায় জ্বলে।
দিশাহারা পক্ষীসম মানসসঙ্গিনী মম
অত দূর যেতে যেতে যদি শ্রান্তিভরে
নামে পলে পলে
লুটাতে ভূতলে!

গীতিকা

কোন্ ধ্বনি তব কণ্ঠে শুনাইবে ভাল,
আমি কি তা জানি ?
নাহি বুঝি, ভালবেসে কোন্ গান নিবে শেষে;
আমি কি যোগাতে পারি ওই সুধামুখে
সুধাময়ী বাণী,
অয়ি বীণাপাণি !

তবে মুখ পানে চাহি করিও না আর
করুণ প্রত্যাশা;
তব তৃষা সুগভীর, কোথা পাব তার নীর;
কোন্ বলে কোন্ ছলে কেমনে ভুলিব
আমার নিরাশা,
অয়ি মাতৃভাষা ?

তবু যদি চাহ সেবা, দিব আনি পদে
আমার সকল;
ভগ্ন-মনোরথ মাঝে মণি-মুক্তা নাহি সাজে
ভিখারীর ক্ষুধা সম, দাসের গীতিকা
দৈন্যের সম্বল,
শুধু অশ্রুজল।

বর্ষা-গাথা

আইলা বর্ষা সাজিয়া মর্ত্ত্যে,
মূর্ত্তি লোকপালিনী !—
কূলে কূলে শত তটিনী পূর্ণ ;
পৃথ্বী শস্যশালিনী !

—দুই স্তন বাহি ক্ষরিছে স্তন্য ;
পানে নিসর্গ শিহরে !
নীল শৈলশৃঙ্গে নীলাঙ্গ কলাপী
পেখম ধরি বিহরে !

এতদিনে ওই তাপক্লেশকৃশা
হাসিছে তৃণলতিকা ;
সুখের স্বপ্নে অলস-বিভোর
পুষ্পিত বনবীথিকা।

গীতিকা

ঊর্দ্ধ হ'তে গলি' ঘন বারিপাতে
আসিছে নামি করুণা ;
আর্ত্ত আর্দ্র কোমল স্পর্শে
রুক্ষ ধরণী—তরুণা !

আকাশে বাতাসে ভূলোকে মিলে
গড়েছে কোন্ প্রতিমা ;
গাঢ় নির্ঘোষে জাগাইছে তারি
শান্ত সরস মহিমা !

একি এ বিধুর উদাস তানে
ধ্বনিত শূন্যে রাগিণী ;
দমকি ঠমকি নাচে কৌতুকী
বিজুলী, স্বর্গনাগিনী ।

একি উদ্দাম উন্মাদ তৃষা
বহে প্রমত্ত পবনে ;
অতি উচ্ছল চঞ্চল ঘটা
আজি নিখিল ভুবনে ।

আকুল যেন দিগঙ্গনা যত,
বিরহতাপে তাপিনী,
নিশ্বাসে উচ্ছ্বাসে দিতেছে সিঞ্চি'
বেদনা বিশ্বপ্লাবিনী !

গর্জ্জে মেঘমালা, বর্ষে দরধারা,
শিহরি উঠে দামিনী ;
স্মরণে জাগে যুগ যুগান্তের
কত কি কাব্যকাহিনী !

তরুণ করুণ প্লাবনকাল
বারেক আসে বরষে,
স্নিগ্ধ স্নাত নিবিড় প্রেম
সজাগ রাখে মানসে ।

শারদীয় বোধন

বর্ষারে বিদায় দিয়ে শূন্যচিত্ত উদাস আকাশ
ধরি অভিনব মূর্ত্তি, নবনীল পরি বেশ-বাস
আহ্বানিল কারে !
দীপ্তধূরা মুছি আঁখি, নীলাম্বরে তনু ঢাকি
নমিল তাঁহারে ।
উদিলা শরৎ-লক্ষ্মী আপনার প্রফুল্ল প্রত্যূষে
বিশ্বের দুয়ারে !

কূলগ্রাসী নদীজল নেমে গেল পাদপদ্ম চুমি ;
ফুলে ফুলে বিরচিয়া পাতি দিল তাঁরে বনভূমি
হৃদয়-আসন ;
পাখীরা আবেগভরে ছুটিল ঘোষণা করে'
শুভ আগমন ;
হরিৎ শস্যের ক্ষেত্র জানাইল নত করি শির
নীরব বোধন !

মহেন্দ্রের মায়াধনু ঝলসিল অমরাপ্রাঙ্গনে;
লাঞ্ছিত সুধাংশু পুন শোভিলেন রাজ-সিংহাসনে
কিরীট-কুণ্ডলে;
জাগি লক্ষ তারা-বালা পরাইল মণিমালা
প্রকৃতি-কুন্তলে;—
মধুর উৎসব এল শুভ শঙ্খ বাজায়ে মধুরে
গম্ভীর ভূতলে!

মন্ত্রবল

সহসা ত্যজিয়া যেন জীর্ণ কলেবর
আমরা হয়েছি আজ তরুণ সুন্দর,
প্রেমমন্ত্রবলে। অতীতের সব দিন,
মনে হয়, ছিল পড়ি উদ্দেশ্যবিহীন।
এ জীবনে কোথা ছিল জীবনের সাধ;
কে জানিত অমৃতের কতখানি স্বাদ!
লজ্জা-আকুলিত ছল মধুর কেমন;
কে জানিত কি কোমল বাহুর বন্ধন!
এতকাল রূপ রস, প্রমোদ উৎসব
কুহকী প্রকৃতি সনে গুপ্ত থাকি সব
প্রতীক্ষা করিতেছিল ব্যাকুলতাভরে
উচ্ছ্বসিতে আজিকার মিলনের তরে?
চরাচর ব্যাপি বহে কি মধু বারতা;
জাগে লোক-বিলোকের কত মধুরতা।

এ মিলনে

নাহি ক্লান্তি ; শান্তি, শান্তি ! —গেছে অভিশাপ
নিত্য নিত্য বাসনার নিষ্ফল বিলাপ।
যে দিনের যত দুঃখ সম্মোহন সাজে,
হের, উদিয়াছে আজ মিলনের মাঝে ;
অতীতের সাধগুলি জড়াজড়ি করি
এ মিলনে উঠিতেছে শিহরি শিহরি।
এরি পাছে কেঁদেছিল সুমধুর ভাষা ;
এরি তরে স্বর্গ হ'তে নেমেছিল আশা।
আদিকাল হ'তে যত প্রণয়ের কবি
ধরিতে চাহিছে সদা এরি মায়াছবি।
এ মিলন আঁকিবারে আছে চিত্রকর ;
আমাদের এ মিলন অক্ষয় অমর !
ভাবসমাধিতে মগ্ন শুধু দুটি প্রাণী,
সুখ দুঃখ, লাজ শঙ্কা কিছু নাহি জানি।

বৃথা

ভালবাসা—এই স্ফূর্ত্তি, এই দৃপ্ত আশা,
দলবল লয়ে আসে মিটাতে পিপাসা।—
থর থর করতল, করতল ঢাকে;
চারি চক্ষু সসম্ভ্রমে লাজে চেয়ে থাকে;
গভীর নিশ্বাস বয় শিহরি শিহরি;
উল্লাসে উচ্ছ্বাসে মোহে বক্ষ যায় ভরি।
প্রকৃতি ফুটায় কাছে সহস্র মুকুল;
ফুলে ফুলে সেধে কেঁদে ফিরে অলিকুল;
গাহে পিক, মন্দবায়ু গন্ধ লয়ে আসে;
শিয়রে পূর্ণিমা-শশী হেসে হেসে ভাসে;
রাগরক্ত তপ্তগণ্ড স্বেদাক্ত নিটোল
তখন চমকি উঠে পরশি কপোল;
অধরে অধরে হয় নীরব-সম্ভাষ;
—বৃথা চেষ্টা, তৃষা কভু না পায় বিনাশ।

ব্যর্থ সমর্পণ

ফেণফণা ক্ষিপ্ত সিন্ধু আপন উচ্ছ্বাস
দ্যুতিমান নভোপাশে করে সুপ্রকাশ,
উত্তোলিয়া লক্ষশির, পরশের লোভে;
নিত্য চূর্ণ চূর্ণ হয় নিত্যকার ক্ষোভে।
উদাসিনী বিবাসিনী পার্ব্বতীসুন্দরী
ক্ষীণ প্রাণে ঘন ঘন চেতনা সঞ্চরি
ঊর্ম্মি'পরে ঊর্ম্মি লয়ে—বেদনা-সংঘাত,
নিত্য পাষাণের বক্ষে করে অশ্রুপাত।
মহারণ্য আপনার সৌন্দর্য্য-সৌরভে
জাগি জাগি অহোরাত্র, নিস্ফল গৌরবে,
শূন্যতার পদতলে দেয় অনিবার
হৃদিরসরক্তসিক্ত অঞ্জলি-সম্ভার।
মোহমূঢ় জড়সম আমার হৃদয়
পাষাণীরে সপিতেছে অমৃত-সঞ্চয়!

প্রেমের স্বধর্ম্ম

কত লোক কত প্রেমে করেছে নির্ভর,
শেষে আপনার জন হয়ে গেছে পর।
বিষ-মাখা গুপ্তশর তারা, অকাতরে
হানিয়াছে, মিলে গিয়ে জনতা-ভিতরে।
তবে আর এ জগতে কাহারে বিশ্বাস;
কার বুকে মাথা রাখি ফেলিব নিশ্বাস ?
যতদূর দেখা যায়, শূন্য—চরাচর;
তুমি একা আছ ব্যাপ্ত, নিখিল-নির্ভর।
ডাকিছে বিরাগী তোমা, ওহে নির্ব্বিকার;
কেবল তোমারি নাই ক্ষুদ্র অত্যাচার;
সংশয়ীর চিত্তমাঝে চির প্রিয়বেশে
অচল আসন, প্রভু, পাত তবে এসে।—
তুমি দেখে হাস, বিশ্বে আত্ম-প্রবঞ্চনা ;
ভালবাসা ভুলে যায় নিগ্রহ লাঞ্ছনা !

মুক্তকণ্ঠ

লুকায়ো না হৃদয়, সুন্দরি,
জাগে আমা দোঁহা'পরে মধু বিভাবরী!
তালে তালে নদী-গা'য়, স্বর্ণশোভা ভেসে যায়;
কোলাহল পেয়েছে বিদায়;
মুকুলিত আম্রবনে হৃষ্ট পিক প্রিয়া সনে
আলাপিছে তরুণ তৃষায়।
ভালবাসি!— বলার তো এই শুভক্ষণ;
প্রেম র'বে মূকের মতন?

কেহ নাই, তবে ত্যজ লাজ;
বিমানে বিরাজে, হের, প্রেমিকসমাজ;—
চন্দ্র-তারা ভাবে ঢুলে' বিহরে হৃদয় খুলে',
বায়ু-সখা বাজাইছে বাঁশী;
যক্ষবধূ অলকায় সঁপিছে বঁধুর পায়
মুখর বেদনা রাশি রাশি!
উদার অনন্ত ভরি এত ব্যাকুলতা;
সাজে কি তোমার নীরবতা?

একি তব গোপন গঞ্জনা,
বচনে দলিতে পার সোণার কল্পনা ?
তাই হোক্, দাও ব্যথা ; ভাঙ্গি সব জটিলতা,
প্রেম-স্বর্গে ঘটাও প্রলয় ;
অমরা-মালঞ্চ হ'তে ফেলে দাও জ্বালা-স্রোতে
যাই ভেসে, ঘুচুক্ সংশয় ।—
দেখা ভাল, অন্ধকারে জ্বলিছে যে মণি,
সে ত নহে শুধু কালফণী ?

কথার ভিখারী এ হৃদয় ;
তাও কেন নাহি দেয় ;—নারী কি নিদয় !
ভালবাসি, ভালবাসে,— এসেছিনু বড় আশে ;
দর্প গর্ব্ব আজ চূরমার ।
থাক, বালা, দৃপ্ত সুখে, জয়-ঘটা নিয়ে বুকে ;
কাজ নাই শুনে' হাহাকার ;
ডুবিছে যে, তার লাগি কি তোমার দায় ?
যাও, যাও ; কাল ব'য়ে যায় !

অপূৰ্ব্ব প্রতিদান

কেন, সখা, দিলে মোরে আশার অতীত
তোমার অপার ভালবাসা;
কূলে কূলে ভরে যবে প্রাণের সঙ্গীত,
সে কি পায় প্রকাশের ভাষা!
জর জর সর্ব্ব-অঙ্গ, ঢুলিতেছে আঁখি
আকণ্ঠ অমৃত করি পান;
সোনার বাঁধন ল'য়ে পিঞ্জরের পাখী
ভুলে গেছে কাননের গান!

চেও না গো তুচ্ছ কথা;—সে যে শত বেশে
মুখে মুখে ঘুরিয়া বেড়ায়;
হৃদয়ের লাজবস্ত্র কেড়ে লয়ে শেষে
দেবতারে ভিখারী সাজায়!
রহস্য, রহস্য থাক্, করিও না তারে
সংসারের নিতান্ত আপন;
নন্দনের কুঞ্জে কুঞ্জে উড়ুক্ আঁধারে
একখানি মোহের স্বপন!

হায় দশা ! ভালবাসি—এই শঙ্কা লাজে
শতমতে আবরি আমায় ;
লুকায়ে লুকায়ে ফিরি ছলনার মাঝে,
নিজে কেঁদে কাঁদাই তোমায়।
কোন্ সুখে কাটে দিন ছলি' আপনারে,
তুমি তা কি পারনি বুঝিতে ?—
ক্রূর হাসি আনি, বন্ধু, অধরের দ্বারে,
এ বুকেরি আগুণ চাপিতে !

শুনি না কি রজনীতে চন্দ্র তারকায়
মুহু মুহু প্রেমার্ত্ত গুঞ্জন !
সাগরে সমীরে মিলে, দেখি না কি, হায়,
হয় যত মধু সম্ভাষণ !
বিশ্বচরাচর ভরি অধীর আবেগে
উঠে যবে মিষ্ট মুখরতা,
এ অন্তরো হ'তে চাহে বাহিরিতে বেগে,
কি জানি সে কোন্ ব্যাকুলতা !

কি আর দেখিছ চেয়ে ?—পূর্ব্বাচলমূলে
লয় রথ অরুণ সারথি ;
জাগে সুপ্ত গ্রামখানি, দেউলে দেউলে
শুন, বাজে মঙ্গল-আরতি।
যাবে কি মলিনমুখে ? তবে ধর ত্বরা,—
কোনদিন করি নি যা দান,—
অধর দিতেছে আঁকি ; লও প্রাণভরা
প্রণয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

ত্রাস

সে যখনি দেখা দেয় আসি,
কেঁপে উঠি—এই বুঝি গেল ;
যখনি সে বসে গো ঘনায়ে,
মনে হয়, বিচ্ছেদ ত এল !
ভুলায়ে ভুলায়ে কতমতে
যদি রাখি তিলেক তাহায়,
এই যাবে, এই গেল ক'রে
সে মিলনো যায় যে বৃথায় !

দূরাগত

কর্ম্মস্রোতে কে কোথায় আসিলাম ভাসি,
হে আমার কণ্ঠলগ্নলতা !
ফিরে ফিরে পাশে চাই, তুমি ছিলে, তুমি নাই ;
জেগে উঠে পরিচিত ব্যথা,
মনে পড়ে বিদায়ের কথা।

দুস্তর সাগর তরি' লাগে মোর তীরে
স্বর্ণপাখা স্বর্গের তরণি ;—
বসি সেথা আর্দ্রকেশে করুণাময়ীর বেশে
হেরিতেছ আমার ধরণী,
তোমা বিনে মলিনবরণী !

তোমার সান্ত্বনাবাণী পশে আসি কাণে ;
দেহে লাগে পরশ চকিতে !
আলোড়িয়া মর্ম্মস্থল কেন উঠে অশ্রুজল ;
কোথা যাই ভাসিতে ভাসিতে
আমি তাহা পারি না বুঝিতে !

পলকে মিলায়ে যায় সোণার স্বপন ;
কোথা আছ পাই না সন্ধান ।
কোন্ দূর দূরান্তরে, না জানি, সে কার ঘরে
বিহরিছ লক্ষ্মীর সমান,
সুখে দুখে, গৃহের কল্যাণ !

না জানি চৌদিকে তার কতই উল্লাস,
কত সুখ সৌভাগ্যের মেলা ;
শ্রী-রাজ্যের পাটেশ্বরী, অভিনব প্রেমে পড়ি
করিছেন সৌন্দর্য্যের খেলা,
তোমা লাগি সেথা সারাবেলা ।

বাসনা-বিহঙ্গ বৃথা চাহে বার বার
মুক্তপক্ষে যাইতে তথায় ;
আপনার দশা স্মরি মরমে মরমে মরি,
প'ড়ে প'ড়ে লুটায় কুলায় ;
অদৃষ্টের একি ছল হায় !

সেখানের ক্ষুদ্র তুচ্ছ অখ্যাত অজ্ঞাত
কোন কিছু হইতাম যদি !
যদি অর্ঘ্য বহি মাথে শুধু ফিরিতাম সাথে ;
এ তৃষিত যদি নিরবধি
শুধুই হেরিত কাছে নদী !

মিছে সব, মিছে আনি মানসে বহিয়া
শতমুখী সোনার কল্পনা !
তুমি বুঝি স্মিতমুখে, বসে আছ তৃপ্ত সুখে,
কারো তরে কর না কামনা ;
নাহি জান বাসনা বেদনা !

ভুল করে' ভালবেসেছিলে; ভুল ভেঙ্গে
আপনারে লয়েছ সরায়ে !
দেখিছ, নির্দ্দয় দেবি, সেবক চরণ সেবি
কেঁদে যায় ভরসা হারায়ে;
আর তারে আন না ফিরায়ে।

সংশয়-তিমির ভেদি পুন উঠে ভাসি
তোমার সে মূরতি সুন্দর;
বিশাল নয়ন মাঝে স্নেহ সরলতা রাজে;
মৃদুহাস্যে জানায় অধর
নিষ্কলঙ্ক মধুর অন্তর।

সকল হেরিছ তুমি হৃদয়-দর্পণে,
আজ মোর হতেছে বিশ্বাস,—
স্মৃতি মাঝে একাকিনী জাগি জাগি, উদাসিনী,
ফেলিতেছ গভীর নিশ্বাস;
শুনিতেছি করুণ সম্ভাষ !

মুগ্ধ বিরহ

মনে হয় যেন তুমি যাও নাই দূরে ;
পরিচিত কমকণ্ঠে,—রহি মায়াপুরে
ডাকিছ আমারে ! সকল ধ্বনির মাঝে
ক্ষীণ খিন্ন মধুস্বর থাকি থাকি বাজে
মানস-শ্রবণে। বসি দূর দূরান্তরে
যে হাসি, যে স্নিগ্ধদৃষ্টি দিতেছ আদরে
বিলাইয়া সর্ব্বক্ষণ, সে লাবণ্যরাশি
স্বর্ণকুরঙ্গের মত খেলা করে আসি
করুণ স্বপ্নের সনে হৃদি-তপোবনে,
অপূর্ব্ব অমৃতলোকে ! একাকিনী বনে
কুসুম চয়ন করি মালা গাঁথ যবে,
সে সৌরভ, সে পরশ আমারে নীরবে
বহি আনি দেয় বায়ু ! স্বপ্নে মোহে মিশি
রয়েছে উজ্জ্বল মোর বিরহের নিশি।

বিচিত্র বন্ধন

বন্দী করিয়াছ মোরে বিচিত্র বন্ধনে,
অয়ি বিজয়িনি ! এই বিশাল ভুবনে
সর্ব্বজন শতকর্ম্মে ব্যগ্র অতিশয় ;
আমি আছি দল-ছাড়া নিশ্চিন্ত তন্ময় :
পাতিয়াছি হৃদিপদ্ম পাদপদ্মতলে
উন্মত্ত ভক্তের মত। চৌদিকে সকলে,
যে যাহার অংশ, স্বার্থ লইতেছে সাথে
বাঁটিয়া লুটিয়া ! মোর দুঃখ নাহি তাতে ;
ধন জন খ্যাতি বৃদ্ধি ভাগ্যের আশায়
উগ্র বিশ্বমৃগয়াতে প্রাণ নাহি ধায়।
আমি পাইয়াছি ওই শোভা-আভাময়
সুন্দর সরল স্বচ্ছ একটি হৃদয় ;
অধীনের পদে তাই বন্ধনশৃঙ্খল,
নিঃসহ সুখের ভারে হয়েছে অচল !

দয়াদেবী

প্রথম সে পুরাকালে কবিকণ্ঠস্বরে
যে দেবী লইলা জন্ম দীন মর্ত্ত্যোপরে,
হে করুণা, সেই তুমি, তারো বহু আগে,
আপনারে ভিন্ন করি শত শত ভাগে
দিগ্বিদিকে মৌনকান্তি করিলে বিস্তার।—
দেবী হ'য়ে নিতে পূজা; সেবকে আবার
তুষিতে সেবায়! তপস্বিনী, তপোবনে
পশু-পক্ষী-পরিবার, তরুবল্লীগণে
করিতে লালন! ল'য়ে কুমারীর ব্রত
আজিও নির্ব্বাক্ নম্র শুশ্রূষায় রত!
অতিথিবৎসলা, অয়ি সংসার-ঈশ্বরি,
গৃহে গৃহে বিরাজিছ নারীমূর্ত্তি ধরি;
বধূ হ'য়ে অন্নদানে নিত্য হর ক্ষুধা,
মাতৃরূপে, ধাত্রীরূপে স্তনে ধর সুধা!

রূপ-রহস্য

রূপ যবে ধরা দিল নগ্নমূর্ত্তি ধরি,
নিখিল সে সুখস্পর্শে উঠিল শিহরি !
রচি স্বচ্ছ নগ্ন ফুল্ল তনুর তনিমা
ভাস্কর অর্পিল তারে নির্ম্মল মহিমা।
কত রঙ্গে কত ভঙ্গে, কলায় লীলায়,
চিত্রকর রন্ধ্রে রন্ধ্রে, রেখায় রেখায়
বিন্যাসি তুলিল তারে মধুর যতনে,
সরম-শোভায় আর পেলব-যৌবনে।
ধেয়ে গেল লুব্ধ কবি মত্তভাষা-ভারে,
কত ছন্দে কত বন্ধে, গুঞ্জনে ঝঙ্কারে,
বিমন্থিয়া উচ্ছ্বসিত কামনার পুরী
দিল তারে প্রাণ আর প্রাণের মাধুরী।
রূপ মিথ্যা !—শত ভক্ত লক্ষ উপচারে
চিরদিন, অয়ি নারি, তুষিছে তোমারে !

রত্নহারা

অয়ি রমা, অয়ি মোর পাবনি, কল্যাণি,
যে ধন আমারে তুমি দিলে দুঃখী জানি',
হেলায় খেলায় কবে শিশুর মতন
হারায়ে ফেলেছি সেই অমূল্য রতন—
তোমার আপন উপহার ! তাই আর
নাহি মোর বীণাতন্ত্রে মোহন ঝঙ্কার ;
অকালে ঝরিয়া গেছে তরুণ মুকুল,
হয়েছে পূজার অর্ঘ্য সকলি নির্ম্মূল ।
ফিরিয়াছি স্বর্গভ্রষ্ট পতিতের প্রায়
আপনার পুরাতন আঁধার গুহায় ;
হেরিতেছি শূন্য পানে অমার আঁধারে
দীপিছে নক্ষত্রলোক ! ওই রশ্মিধারে
নামিয়া আসিবে নাকি দৈন্যের সান্ত্বনা
জাগায়ে তুলিতে প্রাণে বিস্মৃত চেতনা ?

বাহিরে ও অন্তরে

নিরন্তর কালচক্র ঘুরিছে নীরবে
আপন চঞ্চল ছায়া বিক্ষেপিয়া ভবে।
আমাদের পিপাসার মহারঙ্গালয়
করিতেছে অভিনয় জয় পরাজয়।
প্রতি রাত্রি আসে যায়, সাধে নব ব্রত;
প্রতিদিন যুড়িতেছে প্রত্যহের ক্ষত।
জন্ম মৃত্যু, দুঃখ সুখ, অস্ত অভ্যুদয়
শূন্যতারে করে পূর্ণ,—পূর্ণতারে ক্ষয়!
হল ত সে কতকাল, হে কল্যাণি নারি,
অজ্ঞাতে মুছেছে স্মৃতি মূরতি তোমারি;
তবে পুন অবসন্ন শূন্যচিত্ত মাঝে
মঙ্গলমধুর প্রেম কেন না বিরাজে?
বাহিরে, ফলিবে যবে নিত্য নব সাধ,
অন্তর লুটাবে লয়ে জীর্ণ অপরাধ?

পূর্ণিমা-সঙ্গীত

জ্বলো জ্বলো, অগ্নিশিখা, বিরাট অম্বরে,
বিশ্বব্যাপী মণ্ডল-আলোক ;
মুক্ত হও, ভাত হও রহস্যের পটে,
ত্রিলোকের তুমি মায়া-লোক !
বহ্নিসম মূর্ত্ত তেজে উঠ ঝলকিয়া
জলে স্থলে আকাশে বাতাসে ;
পতঙ্গ সমান প্রাণ দিব বিক্ষেপিয়া
মোহময় তব পূর্ণগ্রাসে।
বিহর, হে চন্দ্রদেব, প্রেয়সীবেষ্টিত,
আরোহিয়া অভ্র-সিংহাসনে ;
কলহাস্যে চলনৃত্যে, বিদ্যাধরীগণ,
ক্রীড়া কর মেঘমালা সনে !
তারায় তারায় মিলি ঝঙ্কারি নিঙ্গাড়ি
সিঞ্চি দাও সঙ্গীত-সম্ভার।
তুলি লহ পুষ্পশর, অশরীরী বীর,
দাও তব ধনুকে টঙ্কার।

দিব্যলোকবাসী যত জ্যোতিষ্কের শিশু,
দাও হাসি ঘন করতালি।
কেলি কর, দিগঙ্গনা, সুরধুনী-বুকে,
করপদ্মে অমৃত সঞ্চালি।
চল অভিসার-পথে উধাও অদৃশ্য,
হে প্রমত্ত অমরী অমর,
তোল সদ্য মিলনের উচ্ছ্বাস-তরঙ্গ
চুম্বি চুম্বি প্রিয় ওষ্ঠাধর।

ফিরে দাও, ফিরে দাও এই পূর্ণিমায়
বক্ষে মোর স্মৃতি আত্মহারা!
নেমে আয়, নেমে আয় লঘু জ্যোৎস্নাস্রোতে
তৃষাতপ্ত রাগরক্তধারা!
খুলে গেল থর থর প্লাবনে প্লাবনে,
প্রেমহর্ম্মে শিলারুদ্ধ দ্বার;
পাতিলাম হৃদিপদ্ম পাদপদ্ম তরে,
হে বিস্মৃত বাঞ্ছিত আমার!

আসন্ন-দৃশ্য

ওই যায়, চ'লে যায় অপরাহ্ণবেলা;
এখনি ভাঙ্গিয়া যাবে দিবসের খেলা।
অতি ধীর সন্তর্পণে ধরি অস্তপথ
চলিছে বিদায়-ক্ষুণ্ণ আলোকের রথ।
নিশার আবাসযাত্রী রাজহংসগুলি
উৎসুক উন্মুখ পক্ষে আছে গ্রীবা তুলি।
মন্দ বায়ে নিস্তরঙ্গ নদীবক্ষোপরে
ভাসিছে মন্থর তরী শুভ্র পালভরে
ছায়াস্নিগ্ধ শ্যামগোষ্ঠে আরাম-শয়নে
গাভীরা রোমন্থ করে মুদিত নয়নে।
হাট করি পল্লিপথে বোঝা রাখি শিরে,
মুখর জনতাশ্রেণী গৃহপানে ফিরে।
ভরা-ঘট ছলকিয়া ভিজায় আঁচল;
শেষবার গ্রাম্যবধূ লয়ে যায় জল।

দ্বন্দ্ব

নীলাকাশ ব্যাপিয়াছে ঘনকৃষ্ণ মেঘে;
পক্ষীকুল আর্ত্তস্বরে ধাইতেছে বেগে
নীড় লক্ষ্যি। শ্বাপদেরা নিবিড় গহনে
লুকায়ে পড়িছে ত্রস্তে, আসন্ন কুক্ষণে
চির বৈরীতার ধর্ম্ম ক্ষণতরে ভুলি,
সম বেদনায় বদ্ধ সত্ত্ব-বন্ধুগুলি
মিলে গেছে। প্রকৃতির ভীতশিশু মত
পর্ব্বত প্রান্তর বন নদ নদী যত
ম্লান মৌন হয়ে গেছে। নির্ভয় অন্তরে
ফিরিতেছে কালচ্ছায়া বিশ্বের ভিতরে।
দুটি দল লুপ্ত হয়ে তিমির-গুহায়
একান্তে আছে কি লিপ্ত ব্যূহরচনায়?—
অশুভ, কল্যাণ বুঝি ঘনঘোর রবে
এখনি আক্রোশভরে মাতিবে আহবে।

বিকৃতি

সেদিন দিবা-শেষে সসৈন্যে সাজি এসে
গর্জ্জিল নভোদেশে নীরদ-সেনানী ;
উঠিল মহাঝড় বজ্রে কড়্‌কড়্‌ ;
নমিল চরাচর বীরত্ব বাখানি।
এই না ধরাতল শ্যামল সুকোমল,
আছিল ঢল্ ঢল্ শোভায় ভাতিয়া ;
এ কারা শূন্যবাসী ফেলিল তারে গ্রাসি' ;
হাসে কি ঘোর হাসি তাণ্ডবে মাতিয়া !
সংসার তবে আর শরণ নিবে কার,
চরণ চুমি যার দাঁড়াবে মা বলি ?
কোথাও কেহ নাই, মিছার খেলা ভাই ;
হয় রে হয় ছাই এমনি সকলি।

•

একদা ত্রিভুবনে
গভীর গরজনে
পিঙ্গল জটাজুট
মরণ কালকূট
প্লাবিতে নীলজলে
আসিবে মদদোলে
দ্বাদশ রবিকর
উল্কা ভয়ঙ্কর,
আতঙ্কে দিক্‌ভুল
ধাইবে প্রাণীকুল
নিখিল করি নাশ
জাগিবে পরিহাস,-

•

সংহার-আয়োজনে
প্রলয় ঝাঁপিবে;
নীল অধরপুট
বিষম শ্বাসিবে।
আসিবে সিন্ধু চ'লে ;
ভূকম্প, ভীষণে ;
জ্বলিবে খরতর ;
পড়িবে সঘনে ;
নিঃসঙ্গ নিরাকুল
হারায়ে চেতনা !
ভরিয়া মহাকাশ
দৈবের ছলনা।

•

এদিকে বহুক্ষণ আছিনু অন্যমন ;
কখন বাতায়ন খুলেছে বাতাসে !
জ্যোৎস্না রাশি রাশি আমারি ঘরে আসি
খেলিছে হাসি হাসি আলসে বিলাসে।
কুহরে পিকী-পিক, শিহরে দশদিক্ ;
বসন্ত সুরসিক বিহরে গৌরবে।
এ হৃদি-সরোবরে উঠিল বায়ুভরে
রোমাঞ্চ থরে থরে ফুলের সৌরভে।
কহিনু জাগি ত্বরা,— হে নীল-নীরাম্বরা,
তুমিই ধন্য, ধরা : ছাড়িয়া তোমারে
ক্ষণেক লাগি, দীন তৃষিত উদাসীন
গেছিল, দিশাহীন নীরস পাথারে।

বঙ্গ-বন্দনা (গান)

নমঃ বঙ্গভূমি শ্যামাঙ্গিনি,
যুগে যুগে জননী, লোকপালিনি !
সুদূর নীলাম্বর-প্রান্ত সঙ্গে নীলিমা তব মিশিছে রঙ্গে ;
রূপসী, শ্রেয়সী, হিতকারিণী ;
তব তটরাজি চুম্বিয়া হর্ষে বহে তটিনী কত বর্ষে বর্ষে ;
তুমি ক্ষুধা-তৃষা-শ্রমহারিণী ।
কোন্ ইতিবৃত্ত আবরিয়া বক্ষে, অশ্রুকলঙ্ক ধরিয়া চক্ষে
আছ ধুলি-শয়নে, মলিনা যোগিনী ।
তাল-তমালদল নীরবে বন্দে, বিহঙ্গ স্তুতি করে ললিত সুছন্দে ;
আনন্দে জাগ, অয়ি কাঙ্গালিনি !
ফল-ফুল-শোভিত মোদিত কুঞ্জে, মৃদুমধুর স্তবে অলিকুল গুঞ্জে ;
আনন্দে জাগ, অয়ি উদাসিনি !
কিসের দুখ, মাগো, কেন এ দৈন্য, শূন্য শিল্প তব বিচূর্ণ পণ্য,
হা অন্ন, হা অন্ন,—কাঁদে পুত্রগণ ?
চাহ প্রসন্ন অভয়-নেত্রে, ফলিবে সুবর্ণ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে,
চির-উর্ব্বরা তুমি অন্নদায়িনী।
আনহ বচন মৌন মুখচন্দ্রে, আহ্বান-শ্লোক গাহ মেঘমন্দ্রে ;
যাবে দুখ, ওগো সন্তানশালিনি !

স্নেহদত্ত

হে দীনা, তোমারে করি আত্মসমর্পণ
প্রতিদানে মাগিলাম মুগ্ধের মতন
অধরের হাস্যকণা !—আজি পড়ে মনে,
যখন মাগিনু তাহা তোমার চরণে,
বসেছিলে নত আস্যে। বহু যত্নভরে
উত্তোলিয়া স্নেহদৃষ্টি ভক্তমুখোপরে
চাহিলে প্রসন্ন হাস্যে ;—তবু ধীরে ধীরে,
মুছিতে—অজ্ঞাতে গেল তিতি অশ্রুনীরে,
শ্যামল অঞ্চল !—তাই, যবে রচি গান,
বেদনায় কম্পমান কেঁদে উঠে প্রাণ ;
আনন্দে ঝঙ্কারি উঠে করুণ রাগিণী ;
শিহরে কোলের বীণা, কলঙ্কভাগিনী ;
যে গানটী লাগে কাণে অতি সুমধুর
তারি মাঝে বাজে কোন অশ্রুসিক্ত সুর !

উপহার

জানি, তাহা জানি আমি, অয়ি মাতৃভুমি,
সব ভাল, ভালবেসে যা দিয়েছ তুমি।
তোমার দিবস নিশি, তোমার আকাশ,
তোমার আলোক ভাল, তোমার বাতাস ;
তরু তব ছায়া দেয়, সাজি ফল-ফুলে,
তটিনী মিটায় তৃষা ফিরি কূলে কূলে ;
তব গ্রন্থে করি আমি জ্ঞানসুধা পান ;
শিরে তুলে ঘরে আনি আশীর্ব্বাদী ধান।
তুমি দাও স্বাস্থ্য, মাতা, তুমি দাও ধন ;
বক্ষে ধরি আছ মোর গৃহ পরিজন।
তোমারে ঘিরিয়া নিত্য হয় মহোৎসব ;
অনিমেষ নেত্রে শুধু হেরিতেছি সব।—
যাহা আনি, মনে হয় তুচ্ছ উপহার,
তোরি ভাষা দিয়ে তোর কণ্ঠে দিব হার।

জিজ্ঞাসা

চিরদিন যাহাদের করিছ লালন,
তারা কি তোমার আজ্ঞা করেছে পালন ?
স্বার্থ কি ছেড়েছে তারা ; আত্মপর ভুলি
লয়েছে কি দুঃখভার শিরোপরে তুলি ?
তারা কি অতৃপ্তচিত্তে জগতের মাঝে
উচ্চতর লক্ষ্য পানে ছুটিয়াছে কাজে ?
তারা কি তোমার কথা স্মরিতে স্মরিতে,
কোন ভয় করে নাই বাঁচিতে মরিতে ?
তোমারে উন্নত লোকে স্থাপিয়া নীরবে,
আজি কর্ম্মশেষে তাই বিরামে' কি সবে ?
তবে যুগ-যুগব্যাপী ইতিহাস স্মরি
তোর চক্ষে আসে কেন অশ্রুজল ভরি !
তুমি কি, মা, পুরাতন দুঃখদৈন্য মাঝে
কলঙ্কের ভরা লয়ে মরে' আছ লাজে !

উদ্বোধন

শুধু স্নেহে কাজ নাই, ক্ষমা কর দূর ;
মাতৃযোগ্য গর্ব্বভরা তেজতপ্ত স্বর
আন, মাতা, রুদ্ধকণ্ঠে। তব দীন ভাষা
ধ্বনিতে পারে না কি, মা, অভ্রভেদী আশা
নিশ্চল অন্তর মাঝে ? ও আকুল সুরে
জাগুক, নিশ্চিন্ত যারা, মহাব্রত তরে
সভয়ে সলজ্জে ত্রস্তে ! তীব্র অভিমানে
হের, মাতা, এই সব অবাধ্য সন্তানে ;
দিকে দিকে নির্ব্বাসিত করে দাও শেষে
লভিতে নবীন জ্ঞান দূর দেশে দেশে।
আলস্য সঞ্চয় করি, এরা কোণে বসি
বলিছে বৈরাগ্য তারে ! তুমি মাঝে পশি
দ্বিধা দাও ভাঙ্গি ; আরোহি কর্ম্মের রথে
সবাই করুক্ যাত্রা দীপ্ত দিব্যপথে।

উন্মেষ

আজ হেরিতেছি, যেন মূর্চ্ছাহত প্রাণ
গৃহে গৃহে, পলে পলে লভিছে উত্থান;
মেলিতেছে মহালস-নিমীলিত আঁখি;
ডাকিতেছে দু'একটী প্রভাতের পাখী।
খেলে না উদ্দাম দোল্, তবু নাচে বায়ু;
কুসুমেরা হাসে লয়ে ক্ষীণ পরমায়ু।
সুনীরবে সিংহদ্বার খোলে বিশ্বমুখে।
ফিরে ফিরে চাহে, তবু চলিছে সম্মুখে
যাত্রীগণ, আরোহিয়া কীর্ত্তিধ্বজ রথে।
ক্ষণে ক্ষণে লোকাগম জনহীন পথে!
বিচিত্র ব্যাপার লক্ষ্যি' ভাবিনু অন্তরে,
কে দিল আঘাত আসি জড়তা-উপরে?
কবে তুমি আনিয়াছ রুদ্ধ গৃহে গৃহে
স্মিত স্নিগ্ধ রশ্মিকণা সেই মাতৃস্নেহে!

বিকাশ

রশ্মিকণা পলে পলে, অন্ধকারে, চুপে
উঠিতে পারে না ভাসি' নক্ষত্রের রূপে
অগণ্য আলোকে ? কিরণে কিরণে মিশি
উদিবে না মহোজ্জ্বল পূর্ণিমার নিশি ?
আজ যেন জাগিতেছে অসীম আশ্বাস ;
তুচ্ছেরে বিশাল বলে' হতেছে বিশ্বাস ;—
তাই আজ সেই দূর দিন পানে চাহি
ব্যাকুল পাগল তৃষা উঠিতেছে গাহি
বিপুল পুলকভরে। আর ভয়ে লাজে
গুমরিতে নাহি পারি গুপ্ত মর্ম্ম মাঝে ;
উন্মুখ আকাঙ্খাভরে কেঁপে উঠে প্রাণ,
শতমুখী হয়ে ফুটে আনন্দের গান।
তুমি আনিয়াছ ডাকি আলোক-আগারে,
আর ফিরায়ো না, মাতা, অন্ধ-কারাগারে

কালমাহাত্ম্য

টলিয়াছে গৃহে গৃহে আরাম-আসন ;—
হিমাদ্রি গলেছে এইবার !
নীলাম্বুতরঙ্গদল মেঘমালা-আশে
লক্ষ বাহু করেছে বিস্তার !

অজ্ঞাত বন্ধনে কবে পড়েছিল টান,
কেঁদেছিল মানব-অন্তর ;
শুনিতে পেয়েছে ওরা কাহার আহ্বান,
বিস্মৃত হয়েছে আত্মপর !

এক সম্পদের ক্রোড়ে জন্মিয়াছে যারা,
এক দুঃখ, এক দৈন্য মাঝে,
কবে তারা বুঝেছিল আপনা-আপনি,
অভিমান আর নাহি সাজে !

চাহিয়া প্রভাত পানে একদা উল্লাসে
খুলে গেল কোটি কোটি প্রাণ ;
এক আশা এক ভাষা ধ্বনিয়া তুলিল
মেঘমন্ত্রে মহামন্ত্র-গান ।

এক পতাকার নীচে মিলিল আসিয়া
ধীরে ধীরে বিপুল জনতা ;
সাথে লয়ে এল কোন্ অপূর্ব্ব সাধনা,
জাগাইল কর্ম্মে ব্যাকুলতা ।

বাড়ায়ে সহস্র বাহু সরাইল ক্রমে
পথ হ'তে জীর্ণ আবর্জ্জনা ;
নির্ব্বিচারে সকলের শত অপরাধ
করি নিল সকলে মার্জ্জনা ।

যারা হবে আপনার, তারা অবশেষে
হ'য়ে যায় পর হ'তে পর ;
শত্রু-মিত্র-মুখে শুনি' তীব্র উপহাস
টলি উঠে বিশ্বস্ত অন্তর ।

কত সাধ, কত যাচ্ঞা ভ্রমি রাজদ্বারে
ফিরে এল হারায়ে সম্ভ্রম ;
নিত্য নিত্য উঠে, টুটে, সংশয়, সঙ্কোচ ;
আসে যায় নব নব ভ্রম ।

সিংহাসন-ছত্রছায়ে রাজ্যের প্রার্থনা
নির্ভয়ে দাঁড়াবে যবে আসি,
সেইদিন পূর্ণ হবে রাজেন্দ্র-গৌরব,
ধন্য হবে ভক্ত রাজ্যবাসী ।

মৌনে পড়ি বিড়ম্বনা কেবলি সহিলে
গুপ্ত হিংসা জাগায় অন্তরে ;
সর্ব্ব অবিচার সনে সম্মুখ-সংগ্রাম
ন্যায় শান্তি প্রতিষ্ঠারি তরে ।

দুরাশার গান

জ্বাল্ দেখি প্রাণে তোরা একখানি বাতি !
যখন গগনতলে এক স্বর্গ-দীপ জ্বলে,
শুভহাস্যে জেগে উঠে জগতের রাতি।

সবল সরল প্রাণে উঠে আয় চলে’ ;
ধরি ভব্যতার রূপ দাঁড়ায়ে যে জীর্ণস্তূপ
যাত্রা পথে ; লুটাইবে চরণের তলে।

দাঁড়া দেখি মাথা তুলি, সতেজ নির্ভয়,
পদে পদে হতাশ্বাস, অবিচার, উপহাস,
দূরে দূরে সরে’ রবে মানি পরাজয়।

উদার গম্ভীর হোক্ তোদের জীবন ;
কোণে-গড়া ক্ষুদ্র কথা, স্বার্থ-জড়া সঙ্কীর্ণতা,
মরে' থাক্ মর্ম্মাহত সর্পের মতন।

জাতি ব'লে গর্ব্বভরে দাঁড়াস্ তখন ;
আজ যারা অভিমানে চাহে না তোদের পানে,
সেদিন সম্ভ্রমে তারা ফিরাবে নয়ন।

উপমা

বিশাল সমুদ্র যবে তোলে জলোচ্ছ্বাস,
মন্দ শান্ত তরঙ্গের সতর্ক বিন্যাস
অকস্মাৎ উল্লঙ্ঘিয়া, কি জানি সন্ধানে
অতৃপ্ত আবেগভরে উঠে ঊর্দ্ধ পানে
গর্জ্জিয়া বৰ্দ্ধিয়া ! নাহি জানে বাধা ভয়,
নাহি মানে পরাভব ; সতত দুর্জ্জয়
আপনার অন্তরের প্রবল প্রতাপে ;
ধায় শুধু পিপাসার খরতর দাপে
প্রমত্ত অধীর ! সেইমত, মহামনে
অতৃপ্তি যখন জাগে শুভ্র শুভক্ষণে,
কালের তরঙ্গায়িত উত্তুঙ্গ সাগরে
ঘন ঘন আলোড়নে তুলিবার তরে ;
সভয়ে সম্ভ্রমে ত্রস্তে বিঘ্ন অন্তরাল
পথ ছাড়ি বহুদূরে রহে সর্ব্বকাল !

হিংসার জীবনী

(১)

নরকে ফিরিছে হিংসা সেধে দ্বারে দ্বারে,
মুখ ফিরাইয়া কেহ দেখে না তাহারে।
এ দুঃখ কোথায় রাখি হিংসা কেঁদে কয় ;
শুনি' কুমতির আস্যে হাস্যের উদয়।
সখীরে সান্ত্বনা করি মন্ত্র দিল কাণে ;
চলে হিংসা, দৈত্যবালা, মত্ত অভিমানে,
উপনীত হ'ল শেষে শনির সদনে,
বসি যথা শনিরাজ কালসর্পাসনে !
উথলিছে চারিধারে অনল-ফোয়ারা,
ক্ষণে ক্ষণে উগারিছে হলাহল-ধারা ;
ডাকিনী যোগিনী মিলে চামর ঢুলায় ;
পিশাচেরা অট্টহাসে শনিস্তব গায়।
হেরিয়া শনির গৃহ, পলকে পলকে,
কাঁপিতে লাগিল হিংসা দুরন্ত পুলকে।

হিংসার জীবনী

(২)

হিংসা কাঁদি বলে,—ওগো রাজা মহাশয়,
যে ভার দিয়াছ মোরে, ব্যর্থ বুঝি হয় !
নারকীরা উপহাসে' দেখিলে আমারে ;
প্রেত-বালকেরা গা'য়ে ধূলিমুষ্টি মারে।
আর কেন ? ত্যজি তবে এ পোড়া পরাণ !-
বলি', আছাড়িয়া পড়ে করি মূর্চ্ছা-ভাণ।
কর কি, কর কি !—বলে' শনি হাহা হাসি'
বক্ষে তুলি কহে চুপে,—ওরে সর্ব্বনাশী,
আজ হ'তে মর্ত্ত্যভূমে কর গে বিহার ;
সর্ব্বভূতে রবে তব তুল্য অধিকার,
বিশেষ মানবকুল তোমারি কৃপায়,
সর্ব্বসিদ্ধি বলি দিয়া সেবিবে তোমায়।
সদা জেগে রবে তুমি কলহবাহিনী,
রটিবে রসনা-বিষে কুৎসা-কাহিনী !

বিভীষিকা

আজি কি সৌভাগ্য-সূর্য্য গেল অস্তাচলে,
ছন্দোবন্ধ লুকাইল অন্ধ-রসাতলে ?
শোভা আসি দেখা দিল ভিখারিণীরূপে ;
আনন্দ ডুবিয়া গেল নিঠুর বিদ্রূপে !
দেখায়ে মায়ার গর্ভে দুর্লভ রতন
ঘন ঘন নাচে সিন্ধু দৈত্যের মতন !
আঁখি ঠারি' দিগ্বধূরা করে বলাবলি,—
ওই যায় ক্ষিপ্ত কবি ; আয়, ওরে ছলি।
আমারে আসিতে দেখি' সহসা শিহরি'
তরু লতা পায় পায় যায় সরি সরি !
নভ হ'তে খসে তারা ; ফুল ঝরে ত্রাসে ;
ধূলিমুষ্টি হানি মোরে বায়ু হাহা হাসে !
মানস-নয়নপথে ধরি রুক্ষ ছবি
মুখরা প্রকৃতি কহে—দূর হও কবি !

হতাশের সঙ্কল্প

বড় দুঃখ, বড় দৈন্য, বড় অবিশ্বাস
এ সংসারে ফিরে সাথে রুধিয়া নিশ্বাস।
একদিন অতর্কিতে ত্যজি ছদ্মরূপ
অকস্মাৎ মাথা তুলি অশান্তির স্তূপ
আঘাতে' নির্ঘাত যবে, প্রাণের বৈভব,
গৌরব সৌরভ যত, চূর্ণ হয় সব ;
থাকে শুধু স্মৃতিলেশ, কঙ্কাল যেমন,
প্রচারিতে আপনার অকাল পতন !
তাই বাঁধিতেছি বুক ; যদি বক্রপথ
রোধিতে, গ্রাসিতে আসে মোর যাত্রা-রথ,
পড়ি না পশ্চাতে যেন ! যাহাদের সাথে
জীবন-সংগ্রামব্রত লয়েছিনু মাথে,
যদি ছেড়ে যায় তারা, আপনার বলে
ঘন জনতার মাঝে একা যাব চলে'।

বিয়োগে

সৌম্য শান্ত গৌরকান্তি সুঠাম সুন্দর,
ততোধিক সুকুমার মধুর অন্তর
পেয়েছিলে তুমি, কবি ! তব 'মাধবিকা',
শুভ্র স্বচ্ছ হৃদিজাত সদ্য-সেফালিকা,
তরুণমহিমাদীপ্ত ; তোমার 'শ্রাবণী',
গুরু গুরু নিঃস্বনিত স্নিগ্ধ প্রতিধ্বনি
মত্ত হৃদি-বরষার ! কল্পকুঞ্জে পশি
ভ্রমিছে তোমার সঙ্গে সঙ্গিনী প্রেয়সী ;
তুমি ভক্ত মুগ্ধ কবি, যতনে সোহাগে
রঞ্জিছ সে পাদপদ্ম হৃদিরক্তরাগে,
আপন সৌন্দর্য্য দানে। রূপের স্বপন
মানসীরে বেড়ি বেড়ি করিছে কূজন।
অকস্মাৎ সব শেষ ; অসমাপ্ত গান
ফিরিছে ঘোষণা করি মহা অবসান !

প্রলাপ

তবু তুমি আছ, থেকো এ অন্তর মাঝে,—
যেন ও মধুর মূর্ত্তি একান্তে বিরাজে
মৃত্যুর অগম্য লোকে ! সেথা তোমা আনি'
স্মৃতি দেখাইবে রূপ, শুনাইবে বাণী।
প্রথম সে পরিচয়, সেই হাতে হাত ;
শেষে চিরবিরহের আঘাত নির্ঘাত !
কে জানিত, সেইদিন তোমাতে আমাতে
এ জনমে শেষ-দেখা, তরুণ প্রভাতে !
তোমারে বাসিনু ভাল ; স্নেহ-সুধা দানে
আমারে করিলে ধন্য।—শুনিব না কাণে
হাসিভরা রঙ্গভরা প্রেম-সম্ভাষণ !
জানি, জানি সব আজ কাহিনী, স্বপন।
তবে যে প্রলাপ, সখে,—এই আশা মানি',
অন্তরের মূর্ত্তি যদি শুনে মোর বাণী !

অবোধ ব্যথা

সাত বৎসরের ছেলে, এতক্ষণে তার
শত ক্ষুদ্র অত্যাচার সহ্য হ'ত ভার।
আজি শূন্যে সকরুণ আঁখি-তারা তুলি
সে রয়েছে কোণে গিয়ে খেলা-ধূলো ভুলি।
হেরি সকৌতুক স্নেহ জাগিল অন্তরে;
ছোট দুটি হাতে ধরে' সুধিনু আদরে—
কি হয়েছে তোর?—গুমরি গুমরি, পরে,
কম্পমান ওষ্ঠটুকু জানাল কাতরে—
তার বোন্—মাসীমারও মেয়ে বটে সে;
এক্‌লাটি ফেলে কিনা চলে গেল দেশে!
শুনিনু, উঠিল যেন কাঁদিয়া বাতাসে
শিশুর অবোধ ব্যথা উদাস আকাশে;
ভাবিনু, সে কোন্ দূরে আরেকটি হিয়া
এমনি বেদনাভারে পড়িছে নুইয়া!

সেকাল আর একাল

অন্তঃপুরে দিদিমার শুভ সিংহাসন
কে নিল কাড়িয়া কবে ! আছে কি এখন ?—
মাদুর বিছায়ে শত অঙ্গনে অঙ্গনে
দিদিমা আছেন বসি সহাস্য আননে ;
সন্ধ্যাবেলা ঘিরে তাঁরে বালিকা বালক
রূপকথা শুনিতেছে, আঁখি অপলক ;
চলিতেছে কৌতূহল, অদ্ভুত কল্পনা
কত প্রশ্ন, কত ব্যাখ্যা, সরল জল্পনা !
দিদিমার স্নিগ্ধকোল, ধৈর্য্য-ক্ষমাময়,
লালন করিত আগে শিশুর হৃদয় ;
শৈশবের দিনগুলি স্নেহের ছায়ায়
অবাধে ফুটিতে পেত স্বাধীন শোভায় ।
এখন লয়েছে সেই সোণার আসন
কঠোর কর্ত্তব্য আর শাণিত শাসন ।

প্রভাতে

ছেলেখেলা বিসর্জ্জিয়া উঠিয়াছি তীরে ;
অরুণ ঊষার স্মৃতি মনে পড়ে ফিরে
জীবন-প্রভাতে।— কোথা গেল ঢল ঢল
অমল কোমল প্রাণ, সরল তরল ?
নাহি ছিল পদে পদে গ্লানি লজ্জা তাপ,
হেন রক্তত‍ৃষাতুর প্রভাব প্রতাপ
সুন্দর শৈশবস্বর্গে ! —আজি ভাবি, হায়,
এমন সুদিনগুলি কেটেছে হেলায়।
কাছ দিয়ে এত মধু গেছিল গুঞ্জিয়া,
ভাল করে' দেখি নাই মজিয়া ভুঞ্জিয়া।
শৈশব-অধ্যায়ে পাতা উলটি তখন
নিমেষে বুলায়ে গেছি চকিত নয়ন !
এ কোথায় আসিলাম, কখন, কেমনে
স্মরিতেছি তাই শুধু সজল নয়নে !

মধ্যাহ্নে

এইবেলা বহু যত্নে লভ বক্ষে ধরি
বিশ্বের অতুল স্পর্শ! লহ পূর্ণ করি
সব শূন্য সব দৈন্য অতৃপ্ত অন্তরে
নবীন নির্ম্মুক্ত ফুল্ল জীবন-অম্বরে
প্রোজ্জ্বল মধ্যাহ্ন-সূর্য্য আছে যতক্ষণ,
লহ, যতটুকু পাও, অক্ষয় কিরণ।
ওরে মন, করোনা করোনা অবহেলা;
অখণ্ড আলোকে বসি দুদণ্ডের খেলা
খুলে দেয় মানবের মানব-অন্তর!
কহ করপুটে,—ওগো যৌবন সুন্দর,
তোমার গৌরবে মোরে তোল জাগাইয়া,
রূপের অতল তল দেখিব স্পর্শিয়া;—
লোক হ'তে লোকান্তরে কেমনে কোথায়
ফলিছে কামনাস্বপ্ন সুন্দরের পায়!

সন্ধ্যায়

কখন থামিয়া যাবে চঞ্চল ক্ষেপণি,
দাঁড়াবে থমকি লঘু জীবন-তরণী
মন্থর নিথর স্রোতে! শৈবাল-শকতি
ক্ষিপ্রসন্তরণ-পথে নিবারিবে গতি।
দেখা দিবে—দূর তীরে, মায়ার মতন,—
জ্বলে চির-আকাঙ্ক্ষিত পরশ-রতন!
রূপহীন রসহীন নিঃসম্বল প্রাণে
চমকি চাহিয়া রব নীল শূন্যপানে!
উদার অনন্তলোক করি অন্তরাল,
সহসা উদিবে স্তব্ধ ভয়াল করাল
তামসী সর্ব্বরী। কোথা তরী, কোথা কূল?
রজনী জানাবে শুধু দিবসের ভুল।
পার্থের প্রহৃত-তেজ গাণ্ডীব সমান,
তুই মন, পড়ে র'বি, ম্লান ম্রিয়মান!

হে কলা-লক্ষ্মী

চিরদিন তুমি জাগ্রত নব-যৌবনে ;
স্থির-লাবণ্যে বিরাজ' মর্ত্ত্য-ভবনে ;
গগনে গগনে কীর্ত্তি বহিছে পবনে,
ওগো সুরেন্দ্রসেবিতা !
মানস-যৌবরাজ্যে তুমি গো ঈশ্বরী ;
প্রতাপে প্রভাবে উছলি উঠিছ, সুন্দরী,
অমৃত-উৎসে দিকে দিকে যায় সন্তরি'
শিল্প চিত্র কবিতা।

অলিখিত মহাগ্রন্থে তুমিই নায়িকা ;
প্রেমিক-ভুবনে তুমিই বিশ্বপ্রেমিকা ;
শতেক কণ্ঠে পরাইছ শুভ মালিকা,
জয় তব জয় জয় হে !
শ্লোকে শ্লোকে শ্লোকে কবিরা করিছে সাধনা ;
শিল্পী দিতেছে চরণে হৃদয়-রচনা !
পূজিতে, মজিতে নিত্য নূতন বাসনা
তবু কাঁদে তব বিরহে।

এস এ বঙ্গে অম্বর-পথ রঞ্জিয়া
অযুত কর্ণে অকথিত বাণী গুঞ্জিয়া,
চিত্ত-ফলকে চরণযুগ্ম অঙ্কিয়া
এস, এস নেমে, শ্রেয়সি !
সুধা সিঞ্চনে জাগিবে সুপ্ত কল্পনা ;
উঠিবে বাজিয়া চৌদিকে জয়-ঝঞ্ঝনা ;
ভক্তকুলের এত যে আত্মগঞ্জনা
যাবে ঘুচে, অয়ি মানসি !

যদি সাধ,—এস গোপন পন্থা বাহিয়া,
ললিত নৃত্যে হৃদয়-গগন প্লাবিয়া ;
নিথর নীরদে বিদ্যুৎ-ছটা হানিয়া
এস প্রশান্ত গৌরবে ;
লহ বন্ধন, বিচিত্রা অভিসারিকা,
সাজাও স্বকরে জীর্ণ চিত্রশালিকা ;
কাব্যকুঞ্জে আন শত শুক-সারিকা,
ভর', ভর' গীতি-সৌরভে !

প্রথম কবিতা

ঘোমটায় ঢাকা নববধূ,
ছিলে না লুকায়ে অন্তঃপুরে ?
দ্বিধা-ভয়ে দিয়ে জলাঞ্জলি,
কেন এলে দারুণ সুদূরে ?

সুমধুর স্নেহের নিলয়ে
গাঁথা ছিলে সোহাগ-সূতায় ;
বাহিরের প্রখর কিরণ
যদি তোর নাহি সহে গা'য় !

এখানে যে বড় ভিড়ভাড়,
নিবিড় এ জনতার মাঝে ;
নীরব আরামে আর তুমি
কেমনে ফুটিবে, কোন্ লাজে ?

এখনি উঠিবে খর রবি,
জাগিবে ধরণী সচেতনে;
এই বেলা চল্ ফিরে, সখি,
লুকাইয়া থাকি গে নিজনে।

সেখানে বসিয়া দুইজনে
গাঁথিব, বাঁধিব কত গান;
তুমি আমি গলায় গলায়
সাধিব, মিলাব একতান!

সুধীর মলয় চুপে আসি
সাবাসি বুলাবে হাত গা'য়;
প্রশংসিবে আভাসে নির্ঝর;
নবোৎসাহ ছুটিবে শিরায়।

এখনি উঠিবে খর রবি,
জাগিবে ধরণী সচেতনে;
এই বেলা আয়, চলে আয়,
লুকাইয়া পড়ি গে নিজনে!

ভাব ও ভাষা

ভাবে ভরা টলমল প্রাণ ;
ভাষা তার কি পাবে সন্ধান ?
প্রকাশিতে ভয়ে সারা হয় ;
নিশীথের নিভৃত গুহায়
ধ্যানমগ্ন প্রকৃতির প্রায়.
আঁধারে মগন তাই রয় ।

হৃদয়ের মহা প্রতিধ্বনি
বাহিরে হারায়ে ফেলে ধ্বনি,
গীত ভোলে মধুর মূর্চ্ছনা ;
দেবীর চরণ বক্ষে ধরি
ভক্ত উঠে শিহরি শিহরি,
সে কি পারে গাহিতে বন্দনা ?

স্বপনের গোপন আগারে
মৃদু মৃদু অস্ফুট ঝঙ্কারে
আপন সাধন মন্ত্র জপি ;
কাছে এসে চাহিও না কথা,
আভাসে আমার হর্ষ ব্যথা
সুদিনে দুর্দ্দিনে দিব সঁপি ।

নিশীথে

নিদ্রার অগাধ অঙ্কে লভিছে বিশ্রাম
নিস্তব্ধ নিষ্কম্প বিশ্ব—পূর্ণ-মনস্কাম
বিদ্যার্থীর মত। বহে শান্ত মন্দ বায়ু,
কুসুমের সুকুমার পল-পরমায়ু
যেতেছে টুটিয়া স্খলিয়া লুটিয়া ধীরে।
পল্লীপ্রান্তে পরিশ্রান্ত সুপ্ত নদীতীরে
পথের কুক্কুর একা করিছে চীৎকার।
মরুর বাতাসে যেন করে হাহাকার
মৃগতৃষ্ণিকার তৃষা থাকিয়া থাকিয়া!
শিয়রে রয়েছে জাগি অনন্ত ব্যাপিয়া
মেঘে ঘেরা তারামালী মলিন বিমান,
মন্থর বিমূঢ় স্তব্ধ তন্দ্রার সমান।
সেই নিশীথের ক্রোড়ে ক্ষ্যাপার মতন
ভাবোন্মত্ত কবি এক সমাধি-মগন।
মানসীরে স্বর্গে মর্ত্ত্যে করিয়া সন্ধান
নিশীথে ফিরেছে গৃহে ছন্ন ভগ্ন প্রাণ।

দেখেছে অনেক দেবী, অনেক রূপসী,
দেখা দেয় নাই তারে আপন মানসী ;
অভিমান-অন্তর্দ্দাহে ধ্যান ভেঙ্গে যায়,
ছুটে পুন, মন্ত্রমুগ্ধ, স্বপ্নের ছায়ায়
পুরাতন লক্ষ্য পানে। শুধু অন্ধকার
অন্তরে বাহিরে মিশে হ'য়ে একাকার,
কবির সে মনোরথে হইল সারথি।
অসমাপ্য যাত্রাপথ, অনিবার্য্য গতি !
কত শত মরু মেরু, দুর্গম গহন
পলে পলে মনোরথ করিল লঙ্ঘন।
অপূর্ব্ব অজ্ঞাত এক রহস্যের দেশে
স্বপ্নবিজড়িত হিয়া উত্তরিল শেষে !
সে বুঝি রে নাগলোক—বিশাল পাতাল,
যেথা ভোগবতীধারা বহে সর্ব্বকাল ;
অপরূপ যে রাজ্যের আকাশ বাতাস,
অপরূপ ষড়ঋতু, বর্ষ তিথি মাস ?
হেরিল উদ্ভ্রান্ত, সব অদ্ভুত উদ্ভট,—
তরুবল্লী, স্রোতস্বতী, শষ্প, শিলাতট !
নিমজ্জি আধেক তনু মৎস্যনারীগণ
অধরে বাঁশরী চুমি তুষিছে শ্রবণ ;

কুন্তলে হীরার ফুল ঝলসে নয়ন ;
বিচিত্র ভঙ্গিমা বেশ, বিচিত্র ভূষণ।
বিদেশী বিমুগ্ধ পান্থ হেরিল যা যত,
কি জানি বিস্ময়ে ভয়ে চকিতের মত।
অদূরে হেরিয়া এক কনক-ভবন
প্রবেশিল তার মাঝে অন্ধের মতন।
নাগবালা সারি সারি মণিদীপ শিরে,
প্রবাল-পালঙ্ক এক রহিয়াছে ঘিরে।
কি জানি আশার মোহে, কি জানি আশ্বাসে
গেল ছুটে লুব্ধ যবে, সে পালঙ্ক পাশে,
স্তব্ধ কক্ষে শত উৎসে উঠি পরিহাস,
সহসা রোধিল তার উল্লাস উচ্ছ্বাস !
কবির অন্তর হ'তে অন্তরবাসিনী
পরশি ভাবের তন্ত্রী, মধুরভাষিনী,
গুঞ্জিলা তখন স্নেহে, হে কবি আমার,
আমি কোথা, খুলে দেখ হৃদয়-দুয়ার !

স্বপ্নোত্থিত

দুদিনের অনাদরে গিয়েছ কি ত্যজি
সেবকের হৃদয়-মন্দির ?
অবসাদভরে আজ চাহি পথপানে,
নাহি শুনি চরণ-মঞ্জীর।
কোথা ছিনু, কোথা ছিলে তুমি বীণাপাণি ?
সত্যই কি ছিল ব্যবধান ?
কোন সাঁঝে কোন প্রাতে একান্তে বসিয়া
তোমার কি করি নাই ধ্যান ?
তোমা হ'তে ছিনু দূরে !—মনে হয় যবে,
ভাবি সে তো ভ্রান্তির ছলনা !
মগ্ন হ'য়ে ছিনু বুঝি তব সুধা পানে,
শুধু মোর ছিল না চেতনা।

গীতিকা

কে আমারে রেখেছিল স্নেহে বন্দী করি !—
সে কি তব প্রত্যক্ষ প্রতিমা ?
কাঙ্গাল ভক্তের তরে মধুমূর্ত্তি ধরি
এসেছিলে ল'য়ে মধুরিমা।
কেহ পায় নাই তব সত্য পরিচয়
এসেছিলে মূর্ত্তিতে যখন ;
তোমায় আমায় যত গোপন সম্ভাষ
দেখে নাই বিশ্বের নয়ন !
বিস্মিত বিমুগ্ধ স্তব্ধ, হেরেছি সে রূপ,
ভক্ত যথা হেরে ভগবানে ;
পরশের শুভ চিহ্ন লইয়াছি আঁকি
এতদিন পরাণে পরাণে !
তব নর্ম্মসহচরী অদৃশ্যা প্রকৃতি
তুষেছেন অঙ্কে ধরা দিয়া ;
সফল হয়েছে স্বপ্ন, কৃতার্থ কামনা,
স্মিত স্নিগ্ধ লাবণ্যে ডুবিয়া !
সেই দুদিনের চিত্র, অক্ষয় অমর ;
তাই আমি পারি নি অঙ্কিতে,
শূন্য হিয়া কূলে কূলে উঠেছিল পূরি
অপরূপ সৌগন্ধে সঙ্গীতে !

রাঙ্গা পা দুখানি শুধু দিয়েছি ধোয়ায়ে
আজন্মের রুদ্ধ অশ্রুনীরে ;
পুলকে উঠেছে ফুটি হৃদি-ফুলবন,
মাল্য রচি সঁপিয়াছি ধীরে।
আজ স্বপ্নশেষে ভাবি কে নিল সে পূজা,
কার ধন কারে দিনু ভুলি ?
তা ই যদি হ'য়ে থাকে, ভাঙ্গিও না ভুল ;
ক্ষমাভরে অর্ঘ্য নিও তুলি—
আমার মোহের স্মৃতি থাক্ ও চরণে,
তুমি তাহা করিও গ্রহণ ;
তোমার পরশ লভি একদা উল্লাসে
লভিবে সে সুন্দর জীবন।
সে উচ্ছ্বাস শত ধারে নাহি ছুটে যদি,
রচিবারে নারে মহাশ্লোক,
বিশ্বের নয়ন আগে নাহি হয় যদি
প্রতিভাত নবীন আলোক ;
না ই হোক্, আপনাতে আপনি জাগিব
সরল সরস শুভ্র প্রাণে ;
কতবার পথ ভুলি থমকি দাঁড়াব,
বল পাব আপনার গানে ;

•

বড় বিঘ্ন-দৈন্যভরা দুঃখের সংসার—
উপেক্ষিয়া, যেতে হবে হেসে !
হৃদয় খুঁজিব যবে, দেখা দিও, দেবি,
প্রীতিময়ী মানবীর বেশে।
বিরহীর স্বপ্নমাঝে সেই মূর্ত্তি ধরি
ছায়ারূপে থেক মোর পাশে ;
চিরদিন তব লাগি রব উদাসীন,
একদিন দেখা দিও দাসে।

•

মনোভবা

সেদিন, প্রথম হেরিনু সম্মুখে
তোমারে যবে,
চির-পরিচিত আমার বাঞ্ছিত
মিলিল ভবে !
স্বপ্নের ছায়ায় এসেছিলে তুমি মানসে কবে ?

হৃদয়-মন্দিরে তিল তিল করি
গড়িনু যারে,
সেই প্রিয়বেশে দাঁড়াইলে এসে
আমারি দ্বারে !
অন্তরের ধন বাহিরে আসিলে ছলিতে কারে ?

এতদিন আমি গাহিয়াছি যত
প্রেমের গান,
কল্পরাজ্যে ঘুরি যে রূপমাধুরী
করেছি পান,
তার মাঝে ছিল নিত্য তব ছদ্ম-অধিষ্ঠান।

তা না হ'লে কভু সাধনা আমার
পুলকভরে,
শুধু পারিত কি বাঁচিবারে, সখি,
মিথ্যার তরে !
ক্ষুধিত বাসনা উপবাস সহি পড়ে না ঝরে' ?

আমার সকল করেছি নিঃশেষ,
রাখি নি আর ;
এবে উদাসীন, বীণা গীতহীন,
বাজে না তার !
মাগিও না এসে ভিখারিণীবেশে রত্ন-উপহার।

সব স্বপ্ন স্মৃতি ছায়ার উদ্দেশে
করেছি দান ;
এবে সেই সব বিহীন-বিভব,
হ'ল কি ম্লান !
নিত্য নব করি দিবে না কি পুন চরণে স্থান ?

সন্ধান

তুমি বুঝি প্রিয়তমা কন্যা ধরণীর;
বুকখানি ভরা অনুরাগে;
প্রকৃতির অঙ্গে অঙ্গে নানা রঙ্গ ভঙ্গে
তোমার মঙ্গল-মূর্ত্তি জাগে।

তাই তো গো আমি কবি! কি ছিল আমার ?
তুমি এলে সুষমার বেশে ;
স্নেহভরে আপনার অপরূপ রূপ
আপনিই দেখালে নিমেষে।

নিকুঞ্জে শুনিনু কুহু,—তোমারি সঙ্গীত
রজনীরে করিছে সরস ;
সুগন্ধ সুমন্দ বায়ু দিল আনি মোরে
শ্রীঅঙ্গের আতপ্ত পরশ।

তদবধি আমি কবি। স্বপ্ন সাধ স্মৃতি
বিন্যাসিয়া মধুর যতনে
সজ্জিত করেছি, হের, গোপন ভুবন
যৌবনের রতনে রতনে।

প্রথম যে হেরিলাম—হয়েছি বিস্মৃত
তোমার সে তরুণী প্রতিমা;
আজ ব্যাপ্ত হয়ে গেছ বিশ্বচরাচরে,
এ রূপের নাহি তল সীমা।

কবিতা দোসর মোর, সর্ব্বস্ব সম্বল ;
কাব্যলক্ষ্মী তুমি দূর পারে;
সেথা বসি পাঠাইছ কবিত্ব-সম্ভার,
থাকি থাকি স্মরিছ আমারে।

সমীর জাগায় স্ফূর্ত্তি, ফুটন্ত মুকুল
করি আনে স্বপ্ন আহরণ;
বক্ষোমাঝে অকস্মাৎ দেয় ছন্দ তাল
নিশীথের সাগর-গর্জ্জন।

.

অপার করুণা তব, দিতেছ যোগায়ে
পদ্মহস্তে অঞ্জলি অঞ্জলি—
আকাশ বাতাস ভরি আভাস, উচ্ছ্বাস,
মুক্তভাষা, মত্ত ভাবাবলী।

গেয়ে গেয়ে মিটিছে না গাহিবার সাধ,
ভ্রমিতেছি উন্মত্ত সমান ;
নিশিদিন রচি রচি অসম্ভব গীত
করিতেছি তোমার সন্ধান।

.
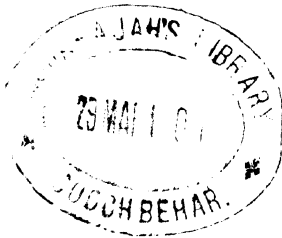
প্রেমলব্ধ

প্রাণ সঁপি প্রেম দিনু ; চিরদিন দিতে চাই ;
আশা কি আকাঙ্খাভরে প্রতিদান চাহি নাই।
প্রভাত-হিল্লোলে ভাসি উঠিল যৌবন-রবি,
ঘুমন্ত আঁখিটি মেলি দেখিনু তরুণ ছবি !
থরে থরে ফোটে হৃদে বসন্তের কলিগুলি ;
আকুল কোকিলা ডাকে, গেলাম আপনা ভুলি !
কি ধন হারায়ে গেছে, কি জানি কি প্রাণ চায় ;
প্রবল সিন্ধুর স্রোতে হৃদি-বেলা ভেঙ্গে যায় !
—তখন মুমূর্ষু প্রাণে, প্রেমের পরশে তব—
স্বপ্নাহতা, জাগি উঠি লভিলাম সুখ নব !
তদবধি এ জীবন লীলাভূমি দেবতার ;
নিত্য পরি প্রণয়ের পারিজাতে গাঁথা হার।

প্রেমে লুপ্ত

দুকূল ডুবেছে অন্ধকারে,
মন-তরী ভাসে তব প্রেম-পারাবারে।
নাহি তল, নাহি বেলা, হেরি সে সিন্ধুরখেলা
লাজে ভয়ে থর থর ছিনু একধারে !
টানি নিলে হিয়ার মাঝারে।

তুমি রমা, উদিয়া স্বপনে,
তরঙ্গ তুলিলে মম তরুণ যৌবনে !
ভুলো না, পরাণ-চোর ; আমি ত আনন্দে ভোর,
সর্ব্বস্ব বিকায়ে আছি দুখানি চরণে,
জন্মে জন্মে, জীবনে মরণে !

রতি-মদন-সংবাদ

(মদন)

প্রথম বসন্তে যবে অনন্ত যৌবনে
জন্মিনু দ্যুলোকে,
অজ্ঞাত প্রিয়ার তরে মত্ত অভিসারে
ভ্রমিয়া ত্রিলোকে

সহসা হেরিনু তারে নন্দনের মূলে
সুধার সরিতে
এসেছে ধ্যানের ধন আমারি বিরহে
ডুবিয়া মরিতে !

জানু পাতি ফুলশরে, মন্ত্র পড়ি পড়ি
বিঁধিনু তাহায় ;
বেদনা-জর্জ্জর প্রিয়া, কত না মিনতি
করিল আমায়।

তৃষিত, দাঁড়ানু তীরে থমকি তিলেক,
হেরিনু নদীরে,
ঝাঁপায়ে পড়িনু শেষে স্ফটিক অন্তরে
উল্লাসে অধীরে।

ছাড় ছাড় —বলি মোরে ভৎ´সিল সে কত
ফুলি ফুলি রোষে ;
জল সেঁচি' হাসি কাঁদি' লাগিল মারিতে
মধুর আক্রোশে !

পরশে বিরূপ হ'ল প্রসন্ন দেবতা
হায় আচম্বিতে !
তনু তাই পোড়াইয়া শুধু মন ল'য়ে
ফিরিনু ভজিতে।

বহু যত্নে বাঁধা পড়ে হৃদয়ের ধন !—
শাস্ত্রে কেন ভাষে,—
মোর চক্রে প্রিয়জনে যত লজ্জাতুরা
সেধে ভালবাসে ?

(রতি)

সেদিন পাইয়া চোরে আপন মন্দিরে
নাহি দিনু শাজা ;
রতন লুটিতে এসে দিল বড় দাগা
দিগ্বিজয়ী রাজা।

হেলায় বিঁধাল বুকে পোড়া পাঁচ বাণ
ফুল দিয়ে গড়া ;
হেসে পরাইল মোর মালার বদলে
তার মালা ছড়া।

কপোল টানিয়া বলে ছোঁয়া'ল অধরে !—
এত ছিল ভালে !
সকলি সহিনু, তবু নারিনু পাঠাতে
চোরে বন্দীশালে !

অপরূপ অপরাধী ছল ছল চোকে
চাহিল যখন ;
চোর ধরিবারে গিয়া, কি আর কহিব,
মরিনু তখন !

পুরোহিত, মন্ত্রপাঠ, এঁয়ো, উলুধ্বনি
কিছু নাই মনে !
চকিতে মিলন হ'ল হৃদয়ে হৃদয়ে
কখন কেমনে !

যুগলে যুগলে হেন স্বপ্ন-বিনিময়,
মনে মন বুঝা,—
শত শত যৌবনেরে আমরা প্রথম
শিখাইনু পূজা !

তদবধি দুটি প্রাণী পরহিত লাগি
বহি মধুভার,
করিতেছি যুগে যুগে লোক-লোকান্তরে
পূজার প্রচার !

পৌরাণিকী

"ফুলশয্যা এনেছে যে রজনী,
উলু দে, লো তোরা সব সজনি,"—
আলু-থালু কেশে বেশে
বেহুলা কহিল শেষে
চমকি চমকি চেয়ে গগনে।
অপরাধী কাল কাঁপে সঘনে!

"কোল চেয়ে পাও নাই, সখা হে,
সে বাঁধ ভেঙ্গেছে প্রেম-প্রবাহে;
যম ঘটকালি করে'
মিলাইছে হাতে ধরে';
শাঁখ বাজাইছে, শোন, শাকিনী;
সাজায় বরণ-ডালা ডাকিনী!

"সাজা সবে মোরে নানা রতনে ;
চিকুর বাঁধিয়া দে লো যতনে।"
রুধি' চোখে চক্ষুজল
ঘেঁষে বসে সখীদল ;
উন্মাদিনী উঠে হাহা শ্বাসিয়া,
কভু, ঢলে' গলে' পড়ে হাসিয়া !

চাঁদবেণে ভাষে,—"মোছ আঁখি, মা,
বাড়ায়ো না অলক্ষ্মীর গরিমা ;
আজন্ম সেবি নি কি রে
আদ্যাশক্তি ভবানীরে ?—
কি পাপে কাণীরে হবে পূজিতে ?
বধূরূপে কে এলে গো ছলিতে !

"সব দিব বিশ্বাসের বিজয়ে,
তুমি থাক হৃদিপদ্মে, অভয়ে !
এই বর দিও দাসে—
এ গর্ব্ব যেন না গ্রাসে
উপদেবী, ফেলি' ঘোর বিপদে,
অথবা মজায়ে সুখ-সম্পদে।"

বিলাপে' শনকা,—" ছাড়ি আমারে
অভাগী চলিলি কোন্ পাথারে !"
" জিয়ায়ে আনিব পতি "—
বলি', নাচে লজ্জাবতী !
একি, একি ব্যাধি-ছায়া আননে ?—
কাঁদিয়া পশিল শ্বশ্রূ, ভবনে।

বেহুলার ভাই. কয়,—" ভগিনি,
সাজিতে দিব না তোরে যোগিনী ;
চল্ আমাদের ঘরে
র'বি গৃহ আলো করে' ;
রাখিব সোহাগ-স্বর্গে তুলিয়া ;
কি লাগি ডুবিবি মোহে ভুলিয়া !"

জ্বলিয়া উঠিল যেন দামিনী !—
চেতনা লভিয়া ভণে ভামিনী,
" শত কোটি ভাই যদি
সাধে বসে' নিরবধি,
টলাতে নারিবে কভু আমারে।"
শেষে বলে,—" ক্ষম, ভাই, দীনারে !"

মৃতপতি কোলে করি কামিনী
ভাসিতে লাগিল দিবা-যামিনী ;
কালস্রোত অট্টহেসে
দূর দূর নিরুদ্দেশে
ল'য়ে গেল কোন্ মহাসাগরে,
কৈলাস না বৈকুণ্ঠের বাসরে ?

যায় নাই সে বেহুলা সুন্দরী,
আজো তার পদশব্দে শিহরি ;
চক্ষে চক্ষে হেরি তারে
ভাসি যে রে অশ্রুধারে !
বঙ্গভূমি, হ'বি যদি অতুলা,
দে দে এনে চাঁদবেণে, বেহুলা।

চিতাভিষিক্তা

সংশয় আপন হাতে জ্বালাইল চিতা ;
অগ্নি দেখি ক্ষণতরে শিহরিলা সীতা !
হাহাকার করে সবে। রোষে সিন্ধুজল
ধেয়ে এল নিবাইতে চিতার অনল ;
বিনা-মেঘে অকস্মাৎ হ'ল বজ্রপাত,
দেখা দিল চারিদিকে অশুভ উৎপাত ;
ধরিত্রীর মাতৃবক্ষ সহিতে না পারি
কাঁপিয়া কাঁপিয়া দিল রক্ত-উৎস ছাড়ি।
আতঙ্কে সকল প্রাণী গণিল প্রমাদ ;
রাম একা স্থির; যেন প্রলয়-উন্মাদ !
আচম্বিতে সভামাঝে আর্ত্তনাদ সনে
ভক্তকণ্ঠে রামনিন্দা উঠিল সঘনে ;
পতিনিন্দা শুনি সতী হেরিলা তখন—
বহ্নি নাই, পাতা আছে শীতল-শয়ন !

অনলোত্থিতা

অবিশ্বাস দগ্ধ হ'য়ে নিবাইল চিতা ;
উদিলেন সভাস্থলে জ্যোতির্ম্ময়ী সীতা !
অগ্নিকুণ্ডে ক্ষণকাল করিয়া বসতি
উঠে এল একখানি কাঞ্চন-মূরতি ;
অধরে অক্ষয় হাসি, নাহি তাহে তাপ,
জয়ের গৌরব-গর্ব্ব, প্রভাব প্রতাপ।
সর্ব্বসহা সে মৃণ্ময়ী মায়ের মতন,
নাহি জ্ঞান,—বক্ষে আছে এত যে রতন !
মার্জ্জনার আশে রাম চাহি প্রিয়া প্রতি
হেরিলা,—পদান্তে পড়ি, ক্ষমা মূর্ত্তিমতী !
শত শত মুগ্ধ ভক্ত বন্দি স্তবে স্তবে
লজ্জা-প্রতিমারে ঘিরে দাঁড়াইল যবে,
জানকী আপন মনে করিলা তুলনা,—
অগ্নি হ'তে উগ্র বুঝি মানব-রসনা !

আত্মবিস্মৃতা

আর্য্যপুত্রে সম্বোধিয়া কহিলেন সীতা,—
এ যে তাপহরা শান্তি, এ ত নহে চিতা !
ওহে করুণার সিন্ধু, অসীম কৃপায়
দাসীরে ফেলিলে আজি অগ্নি-পরীক্ষায়
মুক্ত জগতের আগে। হা নাথ, কব কি !—
রাজপুরে প্রবেশিত যখন জানকী,
সহস্র সন্দিগ্ধ-আঁখি ক্রূর-কৌতূহলে
চাহিত তাহার পানে ; কত শত ছলে
উঠিত গঞ্জনা নিত্য ; কত কাণাকাণি
গুপ্ত-শর সম দিত মর্ম্মস্থল হানি ;
সীতার সতীত্ব ল'য়ে রাজসভাতলে
চলিত বিচার-তর্ক মহা কোলাহলে !
ধন্য তুমি গুণধাম, পোড়ায়ে চিতায়
রসনার জ্বালা হ'তে রক্ষিলে সীতায় !

শান্তিপর্ব্ব

কুরুক্ষেত্রে পড়ি গেল রক্ত-যবনিকা।
দুই পক্ষ যেন দুটি মূর্ত্ত অহমিকা
ভাগ্যকক্ষচ্যুত ক্ষিপ্ত গ্রহের সমান,
বিদ্বেষ-সংঘর্ষে জ্বলি পাইল নির্ব্বাণ।
শান্ত হ'ল চরাচর ; মুছি অশ্রুজল
মিলাইল হাহারব ; সবিতৃমণ্ডল
মুহূর্ত্তে ভাতিল যেন শীতল সুন্দর
শান্তির প্রশান্ত স্পর্শে ; করুণ-অন্তর
বহিল জাহ্নবীধারা প্রক্ষালিত করি
দুষ্কৃতির ভস্মরাশি ; শোক পরিহরি
শেষ রক্তবিন্দুটুকু করিয়া শোষণ,
ধরিত্রী মুছিয়া নিলা কলঙ্ক-লিখন।
চৌদিকে উঠিল যবে শুভ শান্তিগান,
কাঁদিতে লাগিল মাঝে বিকট শ্মশান।

নারীপর্ব্ব

(১)

বাহিরিল বামাকুল কুরুক্ষেত্র পানে
পতি পুত্র বান্ধবের আকুল সন্ধানে ;
শুভ্রবস্ত্রাবৃত রথ শ্বেত অশ্বে বহে ;
ঋত্বিক্ উচ্চারি স্বস্তি শোকে মৌন রহে ;
হাঁটু গাড়ি পড়ে ঘোড়া, কাঁদে উচ্চরবে ;
সারথি চালায় রথ নিশ্বাসি নীরবে।
ধরিত্রী উঠিলা কাঁপি ব্যথা পেয়ে বুকে ;
প্রকৃতি হইলা দুঃখী মানবের দুখে ;
ম্লান হ'ল নীলাকাশ যেন আচম্বিতে,
চারিদিকে কালচ্ছায়া লাগিল নাচিতে ;
ছুটিল সন্তপ্ত বায়ু শ্বসিয়া শ্বসিয়া ;
নদীর করুণ-গীতি উঠিল বাড়িয়া ;—
দেখা দিল অদূরেতে, নিয়তি সমান,
শোণিতের কুরুক্ষেত্র, যুগের শ্মশান।

নারীপর্ব্ব

(২)

কেহ ক্ষোভে, কেহ রোষে, অট্টহাস্য সনে
উভরড়ে ধায় সবে প্রিয়-সম্ভাষণে,
উন্মাদিনী পুরাঙ্গনা ! শব আলিঙ্গিয়া
কুরুবধূ সারি সারি পড়িল মূর্চ্ছিয়া ;
চেতনা পাইয়া পুন বিলাপে' সঘনে,
ভুলি দেবতার নাম ডাকে প্রিয়জনে !
বৈকুণ্ঠে উঠিল টলি ন্যায়-সিংহাসন,
অধীর হইলা নাথ অনাথশরণ ;
মর্ম্মাহত মর্ত্ত্যপানে চাহি সকাতরে,
কৌরবের দুঃখে দুঃখী, কাঁদিলা অন্তরে।
হেথা জয়ভারাক্রান্ত ভাই পঞ্চজন
শুনিতে লাগিলা বসি আর্ত্তের রোদন !
ছুটিল শোকের বন্যা, কে কারে নিবারে ?
পূর্ণ হ'ল কুরুক্ষেত্র হায়-হাহাকারে।

ভারত-প্রসঙ্গ

(১)

তোমার ভারতগ্রন্থে, হে কবিপ্রধান,
দেবতা মানবে মিলি দিয়েছিল প্রাণ !—
যেদিন বসিলা ধ্যানে ঋষি দ্বৈপায়ন,
তপোভঙ্গভয়ভীত শিষ্যের মতন
প্রকৃতি রহিল স্তব্ধ ; পদতলে রহি
চাহিল কবীন্দ্র পানে নিপীড়িত মহী
আশায় তৃষায় কাঁপি ; বিস্মিত-নয়না,
ঘিরিয়া দাঁড়াল শূন্যে যত দিগঙ্গনা।
নিঃশব্দ আশীষ সম স্বর্গ হ'তে ধীরে
পারিজাত বৃষ্টি হ'ল মহর্ষির শিরে।
সহসা মানস-লোক আলোকি কিরণে
উদিলা আপনি বাণী প্রসন্ন আননে !
তখন বিশাল বক্ষ ছিল তরঙ্গিতে,
শিহরি জাগিলা কবি আপন সঙ্গীতে।

ভারত-প্রসঙ্গ

(২)

শ্লোকে শ্লোকে প্লাবি গেল মানস-ভুবন,
আপনার মাঝে কবি, মৌন অচেতন,
রহিলা অমৃতপানে। কাঁপিল অধর
কভু ঘৃণা, লাজে ; কভু, ভেদি সে অন্তর,
ধূর্জ্জটির রোষ যেন দেখা দিল ভালে !
কখনো স্পন্দিল বক্ষ ছন্দে তালে তালে
পরশোকদুঃখভারে ; কভু মহামনে
জাগিল অসীম ক্ষমা ; মানস-নয়নে
কখনো চাহিলা স্নেহে পতিতের পানে।
বিচিত্রচরিতপূর্ণ আপনার গানে
আপনি মহর্ষি যবে উঠিলেন মাতি,
হৃদিপদ্মে আবির্ভূত হ'ল দিব্যভাতি ;
জয়পরাজয়-গাথা হ'ল অবসান ;
উঠিল উদাত্ত ধ্বনি—সে মহাপ্রস্থান।

ভক্ত রামপ্রসাদ

শুনেছি, তোমার গানে, হে কবিরঞ্জন,
আপনি অভয়া আসি করিতা ক্রন্দন ;
তুমি রাঙ্গা পদপ্রান্তে হয়ে অবহিত
ভূমানন্দে করে' যেতে আপন সঙ্গীত ;
সাঙ্গ করি জীবনের সর্ব্বশেষ গান,
একদা অলক্ষ্যে তুমি হ'লে অন্তর্দ্ধান !
হোক্ এ কাহিনী-কথা ! তবু কোনদিন
ভুঞ্জ নি কি মহাতৃপ্তি, ওগো উদাসীন ?
অশ্রুপূত ভাবাঞ্জলি লন নাই কেহ
পুলকিত করপদ্মে তুলি ? স্বর্গস্নেহ
নেমেছিল, স্নিগ্ধহ'স্তে মায়ের মতন,
সন্তানের অভিমান করিতে ভঞ্জন।
তোমার সাধন-লোকে নিত্য তিনি এসে
দিয়েছেন বরাভয় ইষ্টদেবী-বেশে !

রাজ-যশ

দুর্ম্মুখের মুখে শুনি অচিন্ত্য ভারতী
ঘৃণায় রুধিলা কর্ণ ধীর রঘুপতি।
রাজোচিত ছদ্মরূপ ত্যজিয়া অচিরে
একাকী পশিলা সৌম্য বিরাম-মন্দিরে।
শ্রীঅঙ্গ তিতিয়া গেল গলদশ্রুজলে ;
শল্য সম তীক্ষ্ণবার্ত্তা ধরি মর্ম্মস্থলে
আলোচিলা বহু তত্ত্ব ; করিলা বিচার।
সরলমীমাংসাময় নীতি বারবার
উদিল প্রিয়ার বেশে !—মূর্ত্তি, পতিরতা
কোমলাঙ্গী শান্তশীলা সদা শুভব্রতা !
দ্বিধাশূন্য দীনচিত্তে উঠিলেন রাম
পূরাইতে প্রকৃতির ধৃষ্ট মনস্কাম।
লক্ষ্মীরে বিদায় করি দূর তপোবনে
যশ এল লক্ষ্মীহীন রাজার ভবনে !

সীতা

বিচার-মণ্ডপতলে নির্ব্বাসিতা সীতা
ঈষৎ-সন্নত নেত্রে, কৃশা শুচিস্মিতা,
দাঁড়াইলা রমণী-গৌরবে। ধীর স্থির
স্নিগ্ধ ম্লান, প্রীতিমূর্ত্তি, গভীর গম্ভীর,—
শত শত হৃদিপদ্মে উদিল তখন
অজ্ঞাতে একান্তে দিব্য স্বপ্নের মতন।
স্তম্ভিত প্রকৃতিপুঞ্জ রাজলক্ষ্মীভ্রমে
চাহিল বৈদেহী পানে সভয়ে সম্ভ্রমে।
হেনকালে রঘুনাথ ধীরে গাঢ়স্বরে
আহ্বানিলা মহিষীরে পরীক্ষার তরে!
দিকে দিকে শুষ্কনেত্র উঠিল ভরিয়া;
রহিল বিহ্বল-সভা লজ্জায় মরিয়া।
মাতৃবক্ষ বিদরিয়া গেল অবশেষে;
মিলাইলা তার মাঝে জানকী নিমেষে!

দ্রৌপদী

কুরুসভামাঝে যবে কৃষ্ণার বসন
মুহুর্ম্মুহুঃ আকর্ষিল মূঢ় দুঃশাসন,
মুক্তকেশী, একবস্ত্রা দ্রৌপদী সুন্দরী
ক্ষণতরে আর্ত্ত-ত্রাসে উঠিলা শিহরি ;
দৃপ্ত সাধ্বী-গর্ব্বে পুন হেরিলা তখন
হাসিছে নির্ল্লজ্জ ক্ষুদ্র কাপুরুষগণ ;
সাধু সভাসদ আর পুরবৃদ্ধ যত
নিশ্চল আছেন বসি অক্ষমের মত ;
অপমানে নতশির বসি পঞ্চজন
মৌন, ম্লান,—অভিশপ্ত বহ্নির মতন !
লাজে ক্ষোভে নারীবক্ষ করিয়া বিদার
দিকে দিকে ধেয়ে গেল দারুণ ধিক্কার ;
যেন সদ্য ঊর্দ্ধফণা দলিতা ফণিনী
দাঁড়াইলা সভাস্থলে রোষে তেজস্বিনী !

যুধিষ্ঠিরের প্রতি বিদুর

ঘটনার চক্রমূলে
পড়েছিলে পথ ভুলে,
তাতে কিবা হয় ?
আপনি উঠেছ ফিরে
পুণ্যের সুমেরু-শিরে,
জয়, তব জয় !

বনবাস ক্লেশ নহে
সাথে সাথে যদি রহে
বৈরাগ্য-সাধন ;
নাশ প্রাসাদের ক্লান্তি
আনিবে বনের শান্তি
আরেক জীবন ।

দৈন্যের আবর্ত্তে থাকি
গূঢ়দৃষ্টি লভে আঁখি,
বাছি লয় পথ ;
অচিরে আসিবে ফিরে
জয়মাল্য ধরি শিরে,
সিদ্ধ-মনোরথ !

আজ যদি অবহেলে
আপনারে দিতে ফেলে
মোহের চরণে,
ডুবাইত সে তোমারে
চিরতরে অন্ধকারে
আপনার সনে।

গেছে, যাক্ রাজ্য-ভূমি,
আছ তুমি, ধর্ম্ম তুমি !
রেখ আপনারে ;
দৈন্য যবে ভ্রমে সাথে
শূন্য ভেঙ্গে পড়ে মাথে,
শক্তি ছাড়ে তারে !

জ্বলি জ্বলি অন্তর্দ্দাহে
মহৎ অন্তরো চাহে
অধর্ম্ম-আশ্রয় !
সাবধানে সযতনে
রক্ষিও অমূল্য ধনে,
হে পাণ্ডুতনয় !

অৰ্জ্জুনোৰ্ব্বশী

চিত্রসেন-মুখে শুনি আপনার বাঞ্ছিত বারতা,
মদভরে তরঙ্গিয়া সুকুমার ক্ষীণ তনুলতা
প্রসাধনে রত, স্বর্গে, স্বর্গপুরে অতুল্যা রূপসী ;
ঝলকিত পুলকিত পূর্ণিমার পরিপূর্ণ শশী
অলক্ষ্যে করিতেছিল কক্ষমাঝে কটাক্ষ ক্ষেপণ,
অসম্বৃতা, উর্ব্বশী যখন !

মাণিক্যকিঙ্কিণী রঙ্গে কটিতট নিল আলিঙ্গিয়া ;
মুক্তিকার কণ্ঠমালা স্তনমূলে পড়িল মূর্চ্ছিয়া !
অদৃশ্য অম্বরপথে একাকিনী পার্থের সদনে
উন্মত্তা উর্ব্বশী চলে অভিসারে, আকুল গমনে !
ফুলশরে বিমোহিল আচম্বিতে ত্রিলোক অজ্ঞাতে
সেইদিন পূর্ণিমার রাতে।

সভয়ে বিস্ময়ে দ্বারী দ্বার ছাড়ি গেল দূরে সরি ;
পার্থের শয়নকক্ষে উতরিল সুন্দরী অপ্সরী ;
সৌরভে মোদিল কক্ষ, উজলিল লাবণ্যকিরণে !
শিঞ্জিনীশিঞ্জিত রবে জাগি ভদ্র, বিমুগ্ধ নয়নে,
মুহূর্ত্তে হেরিলা, যেন মায়াদীপ্ত স্বপন-আগারে,
পরিচিতা মোহিনী বামারে।

সম্ভ্রমে উঠিলা যবে নমিবারে রাতুল চরণে,
সরমে শিহরি ধনি নিবারিল স্খলিত-বচনে ;—
প্রণম্য নহি গো আমি ; যার তরে তৃষিত ভুবন,
যার তরে সুরাসুর বিবাদিল মূঢ়ের মতন,
সে সুধার যমজা যে, সেই আমি হের, ধনঞ্জয়,
আসিয়াছি সঁপিতে হৃদয় !

স্তম্ভিত বিস্মিত, সৌম্য দাঁড়াইলা নত করি শির,
স্থিরকণ্ঠে আরম্ভিলা সসঙ্কোচে ব্রহ্মচারী বীর,—
সুরপুরে স্বর্গসুখে বঞ্চি দিন, দেখিছ সতত ;
কিন্তু নাহি জান, দেবি, কি আমার জীবনের ব্রত ;
প্রসন্ন প্রশান্ত মনে আশিষিয়া যাও নিজ ধাম,—
পূর্ণ যেন হয় মনস্কাম !

কহিল উর্ব্বশী হাসি,—দেবপুরে হে মুগ্ধ অতিথি,
দেবেন্দ্র প্রেরিলা মোরে তুষিবারে তোমা যথারীতি।
দেবাদেশ পাল, প্রিয় ; এই স্বর্গ ভোগের আধার ;
জেনো মনে, সুখ-পক্ষী ধরা নাহি দেয় বারবার!
তৃষিতে ফিরাও যদি, একদিন এ বিশ্বসংসারে
কেঁদে কেঁদে খুঁজিবে তাহারে।

ঈষৎ রোষাগ্নিরেখা চমকিল নরেন্দ্র-লোচনে ;
দেবাদেশ ?—শত ধিক্!—উত্তরিলা পরুষ বচনে,—
মোরা দীন মর্ত্ত্যবাসী, নাহি জানি স্বর্গের আচার ;
হে অপ্সরা, ফিরে লও তোমাদের অতিথি-সৎকার ;
বলিও মহেন্দ্রে তুমি, এই ভিক্ষা মাগি তাঁর পায়,—
স্বর্গ হ'তে লইব বিদায়।

দলিতা ফণিনী যথা দংশি অরি লুকায় বিবরে,
গর্ব্বিতা উর্ব্বশী শূন্যে মিলাইল সন্তপ্ত অন্তরে ;
ধ্বনিতে লাগিল কক্ষে নিদারুণ প্রেম-অভিশাপ।
হ'ল শেষে দৈববাণী,—হে অর্জ্জুন, ত্যজ মনস্তাপ ;
অভিশাপ বররূপে দেখা দিবে দ্বিগুণ প্রভায়,
মহাকার্য্যে হইবে সহায়!

বিদায়ান্তে

সহসা মালিনীধারা স্পন্দহীন, আত্মহারা,
পড়িল মূর্চ্ছিয়া ;
গোধূলি মলিন মুখে শঙ্কিত কম্পিত বুকে
রহে থমকিয়া !
হেরি শূন্য আলবাল তরু গুল্ম লতাজাল
উদাস কাতর ;
কুরঙ্গ-শাবকগুলি বিষণ্ণ নয়ন তুলি
চাহে পরস্পর।
শুক শ্যামা কেঁদে কেঁদে চলে গেল দল বেঁধে
দূর বনান্তরে ;
শুনে' শুনে'—'হায়-হায়' সন্ধ্যাসূর্য্য অস্ত যায়
বিটপীর স্তরে।

·

কুটীরে জ্বলে না বাতি, অন্ধকার কালরাতি,
কাঁদে সখীদ্বয় ;
দুজনে দোঁহারে বারে, মন প্রবোধিতে নারে,
সব শূন্যময় ।
তাপস তাপসী দোঁহে অবসন্ন মায়া-মোহে
হায় রে মমতা !
সিক্ত করি বনস্থল ফেলিছেন অশ্রুজল
বনের দেবতা ।
শূন্যে ফেলি দীর্ঘশ্বাস করিতেছে হা হুতাশ
বাতাস উতলা ;
প্রকৃতির মর্ম্ম টুটি রক্তধারা কহে উঠি,—
কোথা শকুন্তলা !

·

"আজ নিশি হয়ো না প্রভাত!"

সেইদিন গিরিরাজ-গৃহে,—
দ্বিপ্রহরা নবমীর অর্দ্ধচন্দ্র মিশি মহোৎসবে
মেঘস্পৃষ্ট সুখস্বপ্নে মগ্ন ছিল শারদীয় নভে;
পৌরজন সুপ্ত ছিল হর্ষশ্রান্ত দেহে;
আসন্ন বিচ্ছেদ-ত্রাসে মহিষী মলিনা
একাকিনী জাগি উদাসীনা!

সোহাগিনী মা'র উমা-শশী
মণিদীপ্ত হর্ম্ম্যকক্ষে সুশয়ান মর্ম্মর-পালঙ্কে;
ক্ষণে ক্ষণে নিদ্রাবেশে, জননীর দুরু দুরু অঙ্কে
পুলক আনিতেছিল চকিতে পরশি,
আচম্বিতে চাহি দেবী পার্ব্বতীর প্রতি
উচ্চারিলা অপূর্ব্ব ভারতী;—

"আজ নিশি হয়ো না প্রভাত!"
পাষাণ-নিলয়মাঝে মুক্তি লভি মমতা-ভাণ্ডার
অবোধ প্রার্থনাবাণী মহাশূন্যে করিল প্রচার;
করুণ প্রত্যাশা ত্রস্তে ত্যজি অশ্রুপাত,
আবেগে করিতেছিল পথ নিরীক্ষণ,
চরাচর বধির যখন!

হিমালয়ে উদিল তপন;
শতধারে রক্তরশ্মি উথলিল পরিহাস সম;
ধেয়ে এল লক্ষ ছটা মাতৃবক্ষে হানিয়া নির্ম্মম,
দেখিবারে বিজয়ার ম্লান আয়োজন।
তনয়ারে তুলি দিয়া বিদায়ের রথে,
ফিরিতে,—মূর্চ্ছিলা রাণী, পথে।

সেই যুগ এখন কোথায়?
আজি অভিজ্ঞতা-তন্ত্রে নিখিল কি হয় নি শাসিত;
বাধা লভি পদে পদে হয় নাই তৃষা নির্ব্বাসিত;
ভাঙ্গে নাই এতদিনে মায়াস্বপ্ন, হায়,
নিত্য নব শতপাকে বেদনা-বন্ধন
কালবৃদ্ধ করে নি ছেদন?

আজো আছে বধিরা রজনী।
নিদ্রিতা দুহিতা অঙ্কে, মাতা আজো চেয়ে আত্মহারা,
ভাবেন—এ স্নেহালয় ছেড়ে যাবে প্রাতে মোর তারা!
অজ্ঞাতে কম্পিতকণ্ঠে সাধেন জননী,—
প্রভাত হয়ো না নিশি, তুমি গেলে সতী,
নিভে যাবে মোর গৃহ-জ্যোতি!

উঠে তূর্ণ নির্দ্দয় তপন।
কোনদিন নিত্যকর্ম্মে ঘটে নাই ক্ষণিক ব্যাঘাত ;
কোথাও কাহারো বক্ষে লাগে নাই একটি আঘাত ;
কেহ নাই ঘটাতে এ তুচ্ছ অঘটন ;
নিস্ফল কামনা ফিরি চিরদৈন্য মাঝে,
মর্ম্মে মর্ম্মে মরে শুধু লাজে।

তবু তাই নিখিল-নির্ভর,
চিরদিন সঞ্জীবিত, মৃত্যুশীল দীন মর্ত্ত্যোপরে!
আকুল ত্রাসিত সেই শান্তিমন্ত্র মাতৃকণ্ঠস্বরে,
লাঞ্ছিত বঞ্চিত ক্ষুব্ধ দলিত জর্জ্জর,
নাহি জানি' নাহি মানি' আপন ক্ষমতা
উৎসারিছে স্বতঃ ব্যাকুলতা।

সুকৃতিসঙ্গমে

থাক্ তর্ক, থাক্ তত্ত্ব ;—অজ্ঞান অন্তর মম
সঁপি দিব তাঁরে ;
উল্লাসে পড়িব গিয়া মদমত্ত ভৃঙ্গ সম
মধুর ভাণ্ডারে।
মানিব না কোন বাধা, শুনিব না অনুযোগ
ক্ষুব্ধ নিরাশার ;
একদা, সহসা পাব জীবনের শুভ যোগ,—
হ'ব সেতু পার !
নামাও বিজ্ঞতা-বোঝা, ছারখার হোক্, কবি,
ক্ষুরধার জ্ঞান ;
বিচারে আনিবে বাঁধি লোক-লোকাতীত ছবি ?—
ধিক্ অভিমান !

তবে দেখা পথ,—কত দূরে, চলেছে কোথায়,
কিসের উদ্দেশে ;
কে পেয়েছে গূঢ় বার্ত্তা, যাত্রার সম্বল, হায়,
কে দিবে রে এসে !
সে কি মুক্ত রাজপথ, গেছে চলি পান্থকুল
অক্লান্ত গমনে ?
কঙ্কর হয় নি বিদ্ধ, ফুটে নি কণ্টকমূল
অক্ষত চরণে ?
ক্ষুদ্র হিয়া কেঁপে মরে হেরি বিশ্বচরাচর,—
রহস্যের মেলা ;
ক্ষীণ পরমায়ু ল'য়ে কাঁপে যথা থর থর,
সিন্ধুগর্ভে ভেলা !
শুধু জানি,—তারি লাগি যুগে যুগে, বারবার
উঠে মহাপ্রাণ !
আর্ত্ত অরাতিরে তাই দিলা বীর আপনার
মৃত্যুর সন্ধান !

তারি লাগি নৃপশিশু ছিল স্থির অকাতর
নির্ম্মম পীড়নে ;
করে' গেছে মহাক্ষমা উদার প্রেমিকবর
প্রাণহন্তাগণে ;
তারি লাগি ঘোর বনে ফিরিয়াছে নাম গাহি
দুধের বালক ;
নেমেছিল অকস্মাৎ তপশুষ্ক চিত্ত বাহি
আর্দ্র আদিশ্লোক !
ভাবিলে ভাবনা বাড়ে, দংশে আসি অবিরত
সংশয় দুর্জ্জয় ;
ধাইব আলোক-আশে অন্ধ পতঙ্গের মত
অশান্ত, নির্ভয় !
আছে কার্য্য,—তোমারি তা ; সাধিব পালিব, প্রভু,
বিশ্ব সনে মিলে,
অতি ক্ষুদ্র তুচ্ছ প্রাণ ব্যর্থ নাহি হয় কভু
সোণার নিখিলে !

.

আবার আঁধার জাগে, সাধন-সঙ্কল্প টলে,
করি অশ্রুপাত ;
হৃদয়ে ধরিতে গিয়া, হারাই হারাই পলে,
তোমারে হে নাথ !
বাজিছে মিলন-বেণু অনাদি-অনন্তমূলে
অলৌকিক সুরে ;
অপার অভয় দিয়া মোরে সেথা নিও তুলে,
রাখিও না দূরে !

.

জীবন-মাধুরী

ধন্য হয় মানবের মানব-জীবন
জাগে যবে বিশ্বরঙ্গ-মাঝে ;
চৌদিকে অপার সিন্ধু গরজে ভীষণ,
তার মাঝে ধায় শত কাজে !

অনন্ত-কল্যাণময় লোকহিতব্রত
মহাগর্ব্বে বহি চলে শিরে ;
পদে পদে বাধা আসি করে পরাহত,
আত্ম-বলে সে যে উঠে ফিরে !

সাথে থাকি জ্বলে নিত্য সুকৃতিসম্বল,
অন্ধকারে মাণিকের মত ;
একটি অতুল রত্ন, অমল উজ্জ্বল,
চারিদিকে দৈন্য শত শত !

বেড়ে যায় পুণ্যবল, ঘৃণা হয় পাপে ;
ক্ষুদ্র সুখ করে পলায়ন ;
গভীর গম্ভীর শান্তি সকল সন্তাপে
পাতি দেয় সুস্নিগ্ধ শয়ন।

চঞ্চলা সৌভাগ্য-লক্ষ্মী বাঁধা র'ন পাশে,
চিরদিন প্রেয়সীর প্রায় ;
সিদ্ধি যত হ'তে থাকে, সাধ তত আসে
নব নব বিপুল আশায়।

স্বর্গ হ'তে নামে জ্যোতি মানস-আসনে,—
বিরাজেন কমল-আসীনা !
ভক্তহস্তে দেন তুলি আপনি যতনে
অনাদৃত গীতহীন বীণা।

যত কিছু ফোটে তাহে মূর্ত্ত মহিমায়,
অমর অপূর্ব্ব ধ্বনি সব ;
সুমেরুশিখরচূড়ে উঠিবারে চায়
মহোৎসাহে মর্ত্ত্যের মানব !

নবগান

(১)

ভ্রষ্ট ভগ্ন বীণাখানি জুড়িব আবার,
নব তার যুজি দিব নবীন ঝঙ্কার ;
আজ তুমি চাও স্নেহে ! দিয়ে যাও বর,
সে ধ্বনিটি হয় যেন অক্ষয় অমর !
চিরদিন ঘুরাইলে প্রান্তরে পাথারে,
একদিন শুভ-দীপ জ্বাল গো আঁধারে !
সে গানে আপনা ভুলি নব প্রীতিভরে
মানব আসিবে ছুটি মানবের তরে ;
থেমে যাবে হীন চর্চ্চা, কুটিল জল্পনা ;
ঘুচিবে চক্রান্ত চক্র, কলুষ কল্পনা ;
ধূলায় পড়িবে লুটি জীর্ণ লোকাচার ;
সিদ্ধ শিল্পী দৃঢ়হস্তে করিবে সংস্কার।
অন্তরে বৃহৎ লক্ষ্য, কর্ত্তব্য বাহিরে ;—
সে যুগের মনুষ্যত্ব আসিবে না ফিরে ?

নবগান

(২)

গাহ গান, ওহে কবি, শিখাও সাধনা ;
হৃদয়ে হৃদয়ে জ্বাল অনন্ত কামনা,
উদ্দাম-উত্তম-শিখা ! অগ্নিময়ী ভাষা
একান্তে করুক্ সৃষ্টি প্রচণ্ড পিপাসা,
অতৃপ্তির পরিতাপে জ্বলি যতক্ষণে
আপনারে ক্ষুদ্র বলি' নাহি হয় মনে।
তবে ত অজ্ঞানরাশি বিনাশি গৌরবে
হৃদিস্বর্গে দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে ;
নিষ্ঠা ভক্তি দয়া প্রেম বিনয় মহান্
সুদিনে দুর্দ্দিনে পড়ি রহিবে অম্লান ;
বচনে উঠিবে মধু ; প্রাণপূর্ণ হাসি
অকাতরে বিলাইবে সুধা রাশি রাশি।
উদার আদর্শযুগ নির্ম্মাল্যের প্রায়
অভয় ঘোষণা করি নামিবে ধরায়।

নবগান

(৩)

তোমার করুণাসিক্ত সে গানে আমার
রবে না দুন্দুভিধ্বনি, ধনুর টঙ্কার,
বর্ম্ম আর অসিচর্ম্মে রণ-সংঘর্ষণ,
কল্পনায় রক্তপাত, অধর-দংশন ;
রবে না ভ্রূকুটিভঙ্গ ! আস্ফালন রাখি
কর্ত্তব্যের দিব্য ছবি দিবে শুধু আঁকি।
সে জাতির দর্প কি রে, কিসের বড়াই,
এ জগতে নাহি যার দাঁড়াবার ঠাঁই ?
বারেক সুধাই, ওরে বিমূঢ় বাঙ্গালী,
কোথা সেই ধন-ধান্য ? শূন্য গৃহস্থালী !
যে পথে চল নি আগে, প্রাণ রাখি পণে
যাও দেখি একবার ভাগ্য-অন্বেষণে ;
হয় ত স্পর্শিতে পার মহত্ত্ব-শিখর ;
পড় যদি, সে পতনে হইবে অমর।

নবগান

(৪)

কখনো পড়ে নি যারা, পায় নি আঘাত,
শত বিঘ্ন-বিপত্তির উল্কা বজ্রপাত
হাসিমুখে মাথা পাতি করে নি গ্রহণ,
মানুষ হয় নি তারা, পায় নি জীবন !
একবার চেয়ে ছাখ্, ওরা ওই যায়
তিমির-তুষারাবৃত সুমেরু-সীমায় ;
নাহি অন্ন, নাহি জল, —করে না ভাবনা,
মৃত্যুর দুয়ারে বসি করিবে সাধনা ;
বাড়াতে জাতির গর্ব্ব, দেশের সম্মান
দিবে বিশ্বহিত-হোমে আত্মবলিদান ।
ঘরে বসে' কথা শুনে' উঠিস্ শিহরি,
বাঙ্গালী, উন্নতি-স্রোতে ভাসাবি না তরী ?
জন্ম জন্ম ধৈর্য্য ধরি গ্লানি বহি মাথে,
মৃত্যুকালে দিয়ে যাবি সন্তানের হাতে !

বীরাঙ্গনা

লিখিতো শ্রীদাশু,— দেশ যাবে আশু,
বীরাঙ্গনা নাহি বঙ্গে!
দেখি কি ওদিন,— সে দাশু আসীন,
ডাকিছে প্রিয়ারে রঙ্গে।
শ্রেয়সী প্রেয়সী রান্নাঘরে বসি
দিতেছেন ডালে কাঠি ;
আসিল আওয়াজ, থাক্ প'ড়ে কাজ,
হ'ল কিছু কান্নাকাটি ;
শেষে বেগে আসি চাবি এক রাশি
তুলি দিল ঝন্‌ঝনা।
দাশু কেঁপে মরে ; আমি তারি ঘরে
হেরিনু যে বীরাঙ্গনা !

আপিসেতে খেটে বাড়ী যেতে হেঁটে
দাশুর হইল রাতি ;
ভ্রমণের মুখে কাব্য ফোটে বুকে,
উঠিল সে প্রেমে মাতি।

পশিতে ভবন প্রবাস-স্বপন
ভাঙ্গে বুঝি অকস্মাৎ,
উপুরি-তল্লাসে পকেটে উল্লাসে
নায়িকা যে দেন হাত !—
শুনে' দশা তার সে যুগে রাধার
ব্যথা মনে পড়ে গেল,
" অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল ! "
দাশুর প্রাণান্ত ; আমি ছিনু শান্ত
আশার সংবাদ জানি',—
আমাদেরি কাছে বীরাঙ্গনা আছে
ধন্য করে' পাড়াখানি ।

মেজো খোকা হ'লে, বলিল সকলে,—
দাশু, দেবে যবে ভাত,
সেবারের মত মোরা জন কত
পড়ি না হে যেন বাদ !

ভেবেছিল, ফাঁকা পাবে কিছু টাকা ;
ভাগ্যে জুটিল না বেশী ;
তাই, শুধু-হাতে, দাশু ভাবে, ভাতে
বলিবে না প্রতিবেশী।
কেমনে, কে জানে, গৃহিণীর কাণে
এ কথা উঠিল রেতে !
জবাবের সুরে যুক্তি গেল ঘুরে',
গ্রীবাটি দিলেন পেতে ;
আঁখুট রাখিতে হ'ল ঋণ নিতে ;
— বলেছে তা দাশু মোরে।
করিনু সান্ত্বনা, এ যে বীরাঙ্গনা,
তব গৃহ আলো ক'রে !

দাশুর খোকারে কেহ নাহি পারে ;
দেখি, একদিন, হায়,
তারো মুখ চূণ, ভেবে ভেবে খুন ;
ঠেকেছে কি যেন দায় !

হেরিনু সত্রাসে মাতা তার, পাশে,
বীরাঙ্গনা, পুঁথি ল'য়ে !
বুঝিনু এ গোল লেগেছে কেবল
কখ চছ পরিচয়ে !

ঘরে খেয়ে তাড়া এ দাশু বেচারা
লিখিতো কাগজে গিয়া ;
লিখে' এক খাতা কাটানু কথাটা
সেদিন দোহাই দিয়া !—
এ ভারতবর্ষ চাহে না আদর্শ
কোনকালে কারো ঠাঁই ,
সীতা, দময়ন্তী, জনা, দুর্গাবতী,
এ দেশে যা চাই, পাই !
—প্রকাশ্য সভায় পড়িলাম তায়
করতালি মাঝে, তেজে।
হায়, গিয়ে দেশে কারে দেখি শেষে ?
মোর বীরাঙ্গনা সে যে !

পল্লীবাসিনী

কবিহৃদে পাটরাণী, সীমন্তিনীকুলে
তুই পল্লী-বধূ !
অঙ্গ ভরা রূপে রূপে, হিয়াভরা মধু।
কি ছার সে আভরণ, অঙ্গরাগ প্রসাধন,
বিলাস ত তোর কাছে গেছে হার্ মানি।
এলোচুলে লজ্জা ঢাকা, সিঁথিটি সিঁদুরে মাখা ;
গুয়া-পানে লালে লাল অধর দুখানি।

জানিস্ না মন নিয়ে লুকোচুরি খেলা,
লো পল্লীবাসিনি,
মান তোর পায়ে পড়ে নিরভিমানিনি !
শাশুড়ী ননদী সবে বিভোরে ঘুমায় যবে,
দেখা দিস্ পা টিপিয়া প্রিয়ের সম্মুখে ;
জাগি যুবা অর্দ্ধরাতে কখনো সোহাগ সাথে
দুরু দুরু বুকখানি টেনে লয় বুকে।

জল নিতে এসে যবে রাঙ্গা পা ডুবিয়ে
বসিস্ লো, তীরে,
জলপদ্মগুলি হাসে পাদপদ্ম ঘিরে।
দোয়েল পাপিয়া সনে গুঞ্জরিস্ আনমনে,
কলসী নাচিতে থাকে প্রমোদে ভাসিয়া ;
সহসা সরম মানি আর্দ্রবাস বুকে টানি
ঘুঙ্গুর ঝঙ্কারি যাস্ বনপথ দিয়া।

পুষিস্ না অগ্নিশিখা, রূপসী কিশোরী,
হৃদয়-গহনে ?
দগ্ধ কভু হ'স্ নাই মধুর দহনে ?
শুধু এই হেসে-খেলে কাটে দিন অবহেলে ;
নাই শঙ্কা, নাই অশ্রু, নিশি-জাগাজাগি !
আধ-আধ স্বপ্নে ভোর সাধের মন্দিরে তোর
হয় না উৎসব কোন দেবতার লাগি !

ছোট-খাট কথা

(সূচনা)

ক্ষুদ্র দ্বীপ, চারিদিকে অপার সাগর ;
সূর্য্য উঠে প্রাতঃকালে সেখানে গগনভালে,
চন্দ্র উঠে ডুবে যায় জলের ভিতর ;
নিশীথের নভস্থলে শত শত মণি জ্বলে,
নক্ষত্রের যুক্তরাজ্য মহিমা ছড়ায় !
কোথাও খচিত স্বর্ণে, কোথা শ্বেত পীত বর্ণে
রঞ্জিত নীরদমালা দিগন্তে বেড়ায় ।
জলপক্ষী কুতূহলে ভেসে যায় নীলজলে
তরঙ্গের বেগ সনে হেলিয়া দুলিয়া ;
জেলে-ডিঙ্গী পালভরে নির্ভয়ে উজান ধরে
কল কল জলোচ্ছ্বাস কাটিয়া চিরিয়া ।

(বালক বালিকা)

সে দেশে বালিকা মালিকা গাঁথিছে তীরে,
বিহীন-ভূষণ, মলিন বেশ ; উদাস আঁচল, রুক্ষকেশ
থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিছে সন্ধ্যা-সমীরে।

বালক যতনে যোগাতে ছিল যে ফুল ;
কখন চপল পাগল প্রাণ সরল হর্ষে তুলিল তান
জাগায়ে মাতায়ে বিজন সিন্ধুকূল !

কোলের মালিকা পড়িয়া রহিল দূর,
অবাক্ নীল-উৎপল দুটি সে মুখের পানে রহিল ফুটি,
হাসিয়া বালক বন্ধ করিল সুর।

বালক প্রভাতে নৌকা ভাসাত নীরে ;
উৎসাহে সুখে করিতে খেলা, কত কত দিন ব'য়ে যেত বেলা,
বালিকা বসিয়া চাহিয়া থাকিত তীরে।

সাজিত বাদল, ধ্বনিত গভীর স্বরে ;
সভয়ে বালিকা উঠিত কাঁপি ; কম্প্র বক্ষ বক্ষে চাপি
বালক তাহারে রাখিয়া আসিত ঘরে।

কখনো বালক বাঁধিত বালার কেশ;
কখনো খেলা, কখনো রাগ; কখনো কাঁদন, কভু সোহাগ
কখনো দুজনে হাসিয়া মাতা'ত দেশ!

বহুদিন গেল এরূপে হেলায় কাটিয়া;
ইহারই মাঝে, কবে, কে জানে,— কিসের ঢেউ লাগিল পরাণে,
এ সুখের হাট সহসা গেল রে টুটিয়া!

(যুবক যুবতী)

কোথা ছিল শশী? —আজিই উদিল বিলাসে,
ওগো, কাদের হৃদয়-আকাশে?
কবে ফুরাইল সে ছেলেখেলা, কেমনে তাদের কাটিছে বেলা?
পবনও বুঝি মেতেছে নবীন গৌরবে,
আজ কাদের হৃদয়-সৌরভে?

একি সে সাগর? —গাহে যেন কল-কূজনে,
ওগো, কারা গায় বসি বিজনে?
মুহুমুহু ফেলি দীর্ঘশ্বাস কাঁপিয়া উঠিছে জলোচ্ছ্বাস,
কি জানি কম্প ছড়াইছে আজি বাহিরে,
আহা, তারাও শিহরে অধীরে!

স্বর্গের আভাস ভাতিছে ও নীল গগনে ;
ভাসে তাদের জীবনী নয়নে !
শূন্যে শত শত যুগল তারা, নীচে দুটি হিয়া আপনহারা,
ডুবে আছে যেন নিবিড় নীরব পাথারে,
ওগো, গভীর সুখের মাঝারে !

মধুর ছলনা জাগিয়াছে মধু সরমে
ওগো কাদের মরমে মরমে ?
খেলাধূলা নিয়ে ব্যাকুল যারা, ছলাকলা-রসে মগন তারা
এত ব্যবধান ঘটা'ল কিসের শাসনে,
আহা, চিরসাথী দুটি জীবনে ?

(শেষ)

যুবক যুবতী হাতে হাত ধরি দাঁড়া'ল বিবাহ-বেশে,
দুইটি সরল প্রৌঢ় দম্পতি আশিষ করিল এসে।
সেই উপকূলে গায়ে মাখি ধূলি হাসিছে নবীন কচিমুখগুলি
কাদের উহারা, খেলিছে কাদের মত ?
আজ কতদিন হ'ল গত !

আদর্শ

প্রকৃতিরে হেরে যত, অবাক্ শিশুর মত
কবি তত ভাবে উতরোল ;
দরশে পাগল-প্রায় ঝাঁপায়ে ধরিতে চায়
লাবণ্যের লীলাময় কোল !
হে নিখিল-আদি-কবি, সৃজিয়া অপূর্ব্ব ছবি
অন্তর্য্যামী জানিলে তখন,—
নিরখি মোহিনী ভাতি মানব উঠিবে মাতি,
দেবত্বে করিবে আরোহন।

উচ্ছল জলধি-জল করে যবে ঝল্‌মল্
গর্ব্বোত্থিত চাঁদের আলোকে,
ঊর্দ্ধ হ'তে নীলাম্বর নতনেত্রে নিরন্তর
চেয়ে থাকে পুলকে ভূলোকে ;
তরঙ্গে তরঙ্গে বাঁধা, সুধা-ছন্দোবন্ধে সাধা,
মনে হয়, সদ্য সিন্ধু হ'তে
একটি অমর শ্লোক বিকীরিয়া দিব্যালোক
লক্ষ্মীসম উঠিবে জগতে !

এদিকে, তুলিয়া শির অচল রয়েছে স্থির,
মাঝে তার শোভে দরী কত;
লতাকুঞ্জ-পদতলে নির্ঝরিণী বহি চলে
অজগর-নাগিনীর মত।
বিচরে নিঃশঙ্ক-মন অরণ্য-শ্বাপদগণ,
স্বভাবের লালিত দুলাল!
স্তব্ধ শান্তি চারিধারে ব্যাপ্ত করি আপনারে
মহাস্বপ্ন দেখে নিত্যকাল।
এ দৃশ্য, স্তম্ভিত প্রাণে উদার গম্ভীর গানে
জাগাইয়া তোলে সুপ্ত পণ,—
প্রশান্ত প্রসন্ন মুখে সংসারের দুখে সুখে
করে' যাব ব্রত উদযাপন।

ওদিকে, একত্রে সাজি বন্ধুসম তরুরাজি
করিতেছে মৃদু আলাপন;
শ্যামল প্রচ্ছায়তলে মৃগী স্তনদান-ছলে
শাবকেরে করিছে লেহন।

চ্যুত-ফুল ধরি বুকে   রয়েছে শুশ্রূষা-সুখে
শষ্পশয্যা   করুণার ছবি !
দোয়েল পাপিয়া দূরে   আনন্দ সৃজিছে সুরে ;
ওরা বুঝি প্রিয় বন-কবি ?
সদ্যস্নাত নদীজলে   চক্রবাকী কুতূহলে
প্রিয়-চঞ্চু করিছে চুম্বন ;
গর্ভিনী কপোতী নীড়ে,   কপোত যতনে ধীরে
বিছাইছে তৃণের শয়ন।

হেরি সব, কবি-প্রাণ   মহানন্দে কম্পমান,
গাহি উঠে প্রেমের মহিমা ;
লাবণ্য-রহস্যে পশি   মৌনে গড়ি তোলে বসি
মানসের আদর্শ-প্রতিমা।

প্রেমের ইতিহাস

নাই ইতিহাস, কবে এল ভবে বাসনা ;
মদির মন্ত্র জপেছিল কবে রসনা !
অধীর আবেগে চল-চঞ্চল,
উচ্ছল সাধ করি কোলাহল
বহিয়া আনিল গভীর গোপন বেদনা,
মানব-হৃদয়ে অসীম সুখের চেতনা !

বসন্ত পশিল শোভি অপূর্ব্ব বরণে,
কনক নূপুর বাজিতে লাগিল চরণে ;
বহিল সমীর শিহরি শিহরি ;
ফুলে ফুলে অলি বিহরি বিহরি
প্রথম কাঁপিয়া কাঁদিয়া উঠিল সঘনে ;
আদিম চন্দ্র উদিল নবীন গগনে।

বঁধুর বংশী বাজিল মধুর কাননে ;
ব্যাকুল তৃষ্ণা ভাতিল আননে আননে ;
শিথিল-বসন, ভূষণবিহীন,
ছুটিল যাত্রী, মন উদাসীন ;
কোকিল কোকিলা মাতিল বিহ্বল কূজনে ;
অলস আবেশ বহিল স্বপনে বিজনে।

উথলিল রূপ-উৎস চমকে ঝলকে
তরুণ করুণ নয়নে আননে অলকে।
অরুণবরণ অমল কোমল
সরস কপোল, অধরযুগল
কাঁপিতে লাগিল দরশ-পরশ-পুলকে ;
আপনারে যেন প্রথম জানিল পলকে !

বিলাস-বিভ্রম জাগিল হৃদয়ে যেমনি,
স্বভাবস্থষমা ম্লান হ'য়ে গেল অমনি !
অনাবৃত হিয়া ঢাকি লাজ-বাসে
নিখিল জ্বলিতে লাগিল পিয়াসে।
বিমল আকাশে পশিল আঁধার রজনী ;
কঠিন বাজিল চরণে কোমল ধরণী !

প্রেমে তর্ক

ওহে জ্ঞানবৃদ্ধ, ছাড় পরিহাস-ছল ;
কেন কহ প্রেম তুচ্ছ, বাসনা বিফল ?
যখনি কবির সৃষ্টি
প্রেয়সীরে করে দৃষ্টি,
তুমি কেন অভিমানে কর, হায়-হায় ;
নিবার অর্পিতে অর্ঘ্য সুন্দরের পায় ?

ভর্ৎসিতেছ গুরুকণ্ঠে, বিচিত্র ভঙ্গীতে,—
মানবের কাজ নাই প্রণয়-সঙ্গীতে !
সেই আদিকাল হ'তে
যে স্বভাব-ছন্দ-স্রোতে
নিখিলের হর্ষ-ব্যথা হতেছে প্রকাশ,
আজ তারে চাহিতেছ করিতে বিনাশ !

তোমার সংশয়,—বুঝি, বিধি যাত্নকর ;
প্রেমসৃষ্টি, ছলিবারে কাতর অন্তর !—
লুব্ধ নরনারী-প্রাণ
করি কামনার ধ্যান
তাঁর চক্রে রসাতলে হইবে বিলয় ?
মূঢ় তুমি, করুণারে ভাবিছ প্রলয় !

তুমি ভাব, কবি করে ক্ষুদ্র ছেলেখেলা
ভক্তিহীন ভত্ত্বহীন বসিয়ে একেলা ;
ভাবি রাত্রি-দিনমান
রচে অসম্ভব গান ।
নাহি জান, যারে বল জল্পনা কল্পনা,
সে তার প্রেয়সী নারী প্রত্যক্ষ সান্ত্বনা !

তুমি কি দেখেছ সেই মানসী প্রতিমা,
প্রাণময়ী, মূর্ত্তিমতী স্বর্গের মহিমা ?
তারি মাঝে মুগ্ধ কবি
হেরে অসীমের ছবি,
সসম্ভ্রমে ভাবাঞ্জলি দেয় পদোপরে ;
অন্তর্য্যামী লন তা যে বহু স্নেহভরে ।

আর, কবি, তুমি কেন এ বিতর্ক মাঝে ?
যাও ফিরি, ভাগ্যধর, আপনার কাজে ;
    হের, অনাদৃতা প্রিয়া ;
    আশা তৃষা মোহ নিয়া
নব নব বন্দনায় তোষ' গিয়ে তারে ;
অন্তর-লক্ষ্মীরে আন বিশ্বের মাঝারে !

তৃষাতুর মর্ত্ত্য চাহি তব মুখোপরে
রবে কি ক্ষীরোদসিন্ধু নিরুদ্ধ অন্তরে ?
    মর্ম্ম বিমন্থন করি
    সুধাপাত্র দাও ভরি,
আপনি যা পাইয়াছ, কর তাহা দান ;
মরণের রাজ্যে গাও প্রেমস্তব-গান।

রচনার তৃপ্তি

কে তোমরা স্নেহময়ী, বসি দূর অন্তঃপুরে
পড়িতেছ আমার কবিতা !
আঁখি দুটি ঢল্ ঢল্ স্বজিতেছে মুক্তাদল ;
এই তোরে সাজে ভাল, করুণা-ব্যথিতা !

কবিতা না ছেলেখেলা ? বাতুলের মনোব্যাধি,
মিশা নাকি প্রলাপে স্বপনে ?
কোন্ অনুভূতি নিয়া তোমাদের মুগ্ধ হিয়া
তারেই সঙ্গিনী করি চুম্বিছে যতনে !

কবির কামনা-স্বপ্ন ফিরে হাহাকার করি,
শুনি' বিশ্ব করে পরিহাস ;
তারে, হেথা ম্লানমুখে, তুমি দুরু দুরু বুকে
টানিছ সোহাগভরে ফেলি দীর্ঘশ্বাস !

হৃদয় তোমারি রাজ্য ; আমরা কাঙ্গাল সেথা,
বাস করি ক্ষুদ্র-অধিকারে !
তোমাদেরি দিব্যচোখে সত্য ভাতে স্বর্গালোকে,
রূপ ধরা পড়ে শুধু রূপের মাঝারে ।

যে তৃষা ফুটিছে গানে, কি অর্থ কি তত্ত্ব তার—
এই নিয়ে মোদের বিচার ;
তব মর্ম্মে, রন্ধ্রে রন্ধ্রে, সে গীতের রসে গন্ধে
হইতেছে পলে পলে পুলক-সঞ্চার !

যুগে যুগে তোমারেই কবিকুল ভারে ভারে
পাঠাইছে সঙ্গীত-সম্ভার ;
তুমি শ্রোতা, ভালবেসে' লও, আরো চাও হেসে,
অশেষ অক্ষয় তাই কবির ভাণ্ডার !

কে তোমরা স্নেহময়ী, বসি দূর অন্তঃপুরে,
পড়িতেছ আমার কবিতা !
কবি সে কল্পনাভরে, এই লাজে সুখে মরে,—
লক্ষ্মী হেরিছেন তার বাসনার চিতা !

কবির প্রতি নারী

দূরে দূরে থেকো, হে সুন্দর,
দুইজন দুই পারে মিশে র'ব অন্ধকারে,
মাঝখানে বহুক্ সাগর।

থাক্ শুধু মোহ আর স্মৃতি!
আমার অলক-গন্ধ তোমার কবিতা-ছন্দ
তারা দোঁহে করিবে পীরিতি।

আমার বসন্ত-বিভাবরী
অভিসারে নামি ধীরে তোমার প্রভাতটিরে
চুম্বি চুম্বি দিবে রাঙ্গা করি।

সোহাগের মাধুরী আহরি'
তোমার প্রভাত আসি ছড়াইবে হাসিরাশি
আমার শয়ন-কক্ষ ভরি!

স্বপ্ন ভেঙ্গে এস না সাক্ষাতে;
আমার এ দীন সাজ; কি দেখিবে হৃদিরাজ?
বড় লাজ মানি মনে তাতে!

গাও যবে আমারি বন্দনা,
সরমে মরমে মরি   শিহরিয়া বুকে করি
তোমার সে সদ্য উন্মাদনা।

জানি, জানি কি দৈন্য আমার ;
এই নারীদেহ ল'য়ে   হেরি তাই ভয়ে ভয়ে
কি বিপুল বাসনা তোমার !

আমার এ পতঙ্গ-জীবন
যদি দহিবারে সাধ,   এস আলো, সাধ' বাদ,
অন্তরাল কর উন্মোচন।

কাজ নাই এ ছার মিলনে ;
দুটি প্রাণী রুধি শ্বাস   সহি চির-উপবাস
মিশি, চল, নিখিলের সনে।

চল তবে, স্রোতে ভেসে যাই ;
কাঁদুক্ বিরহ-নিশা,   মর্ম্মে আছে নেশা তৃষা ;
এস, সখা, ঘুমাই ঘুমাই !

বিদায়-গীতি

বিদায় বিদায়, বালা, আর কেন ছল ?
ফিরে লও শেষ-দান—সান্ত্বনা-সম্বল !
ছেড়ে দাও অভাগারে ভিখারীর বেশে ;
হোক্ তাই, ভেসে যাই নিঃস্ব, নিরুদ্দেশে।
বাহু বাড়াইয়া মোরে ডাকিছে মরণ ;
ছাড়, ছাড়, তার কোলে করিব শয়ন।

বিদায় বিদায়, বালা, ফুরায়েছে খেলা ;
ভেঙ্গে দিই দুদণ্ডের এই ভরা-মেলা।
অধরে একি এ হাসি, সংসারমোহিনী !
সেতার ঝঙ্কারি কেন গুঞ্জর' সোহিনী ?
বধির, বধির আমি নেশায় তৃষায়,
বহুদূর যেতে হবে, ডেকো না আমায়।

বিদায় বিদায়, বালা, সহসা নিমেষে
ভূমি পানে চাহিলে যে লাজে মৃদু হেসে !
অনাবৃত কর আস্য, বলে' যাও কথা ;
অন্ধ আমি, মূক আমি, পাইব না ব্যথা।
আজ আমি দৃঢ় স্থির নিঠুর পাষাণ ;
যাই তবে,—ব'য়ে যায় জ্বালা-অভিমান !

বিদায় বিদায়, বালা,—নিদ্রা যায় ব্যোম ;
নীল পয়োধির বুকে ঢলি পড়ে সোম ;
নাড়ে না পল্লব তরু, শিহরে না বায়ু ;
কুসুম সঁপিছে মৌনে আত্ম-পরমায়ু।
—এর মাঝে নাহি সাজে হা হুতাশ মোর
নিঃশব্দে খুলিয়া লই বন্ধনের ডোর।

বিদায় বিদায়, বালা, আপনা সম্বরি'
তোর বক্ষে দিয়ে যাব অভিশাপ ভরি।
সাধিব তপস্যা ঘোর,—পরজন্ম ল'য়ে
শোধ নিব প্রণয়ের উত্তমর্ণ হ'য়ে।
মর্ম্মে ধরে' নিয়ে যাব এই হাহাকার ;
এবার চলিনু তবে, বিদায় আবার !

প্রত্যুত্তর

সর্ব্বাঙ্গে বেদনা লাগে, বুক ফেটে যায়,
এ তো নহে কেবলি বিদায় !
শূন্য প্রেম-অন্তঃপুরে শ্মশানের ছাই উড়ে,
বাসনা তাপিয়া উঠে জ্বলি যে চিতায় !
বিদায় নামটি, প্রিয়, চুপ্ চুপ্, নাহি নিও ;—
কাল যদি জাগে শুনে', কে বারিবে তায় ?

শিশুটির পুষ্পপ্রাণ ল'য়ে শুধু, হায়,—
জানি, সে ত নিয়তি খেলায় !
একদিকে মৃত্যু-রাহু, অন্যদিকে মাতৃবাহু
অসম্ভব কাড়াকাড়ি মরণে মায়ায় !
শেষে, শুনি বসে' বসে' কালের বিষাণে ঘোষে,—
সফল হয়েছে যাত্রা বিশ্বমৃগয়ায় !

কে না জানে শ্যাম-যাত্রা সেই মথুরায় !—
শুনে' গোপী উভরড়ে ধায়,
রথচক্র-আগে পড়ি কি বিলাপ, মরি মরি !
কাল-রথ সব সাধ দলে' গেল পায় ?
প্রেম-দর্প চূরমার, বুকে ব'য়ে হাহাকার
ফিরিল বিহ্বল গোপী ব্রজের কারায় !

ভুলেছি কি সেদিনের দৃশ্য অযোধ্যায় !—
রাম-শশী বনবাসে যায় ;
বাল-বৃদ্ধ-যুবা-নারী বলিছে,—দিব না ছাড়ি ;
সে আগ্রহ অভিশাপ বুঝি বা ফিরায় !—
একি, একি ! যাত্রারথ কলঙ্কিয়া রাজপথ
ঘর্ঘরিয়া চলিল যে কালের আজ্ঞায় ?

সর্ব্বাঙ্গে বেদনা লাগে, বুক ফেটে যায় ;
এ তো নহে কেবলি বিদায় !
শূন্য প্রেম-অন্তঃপুরে শ্মশানের ছাই উড়ে,
বাসনা তাপিয়া উঠে জ্বলি যে চিতায় !
বিদায় নামটি, প্রিয়, চুপ্ চুপ্, নাহি নিও ;—
কাল যদি জাগে শুনে', কে বারিবে তায় ?

তুলনায় বিচার

বৃথা, কবি, ছায়াটিরে বন্দ' গেয়ে গেয়ে ;
সে ছায়া প্রত্যক্ষ-বেশে
মালা দেয় কারে শেষে ?
মালা ভাল, যশ আর রচনার চেয়ে।

কল্পনা-ভাণ্ডার লুটি মণি-মুক্তা-হেমে
গড়ে' তোল যে সুষমা,
সেই মূর্ত্তিমতী রমা
জেগে উঠে' ধরা দেয় কার সিদ্ধ-প্রেমে ?

মানসীরে স্বপ্নে মোহে কর তো চুম্বন ;
যে জীবন্ত বিম্বাধরে
আঁকিতেছে থরে থরে
ও অতুল প্রেমচিহ্ন, ধন্য সেইজন !

মর্ম্মধ্বনি

প্রবল বন্যার মত সে পড়িল আসি
জীবনে আমার ;
অমৃততরঙ্গে রঙ্গে উঠিল অমনি,
যৌবন-জোয়ার।

সে গিয়েছে ; রেখে গেছে তীরের শ্মশানে
জঞ্জাল ভাটার ;
তদবধি কূলে কূলে ফিরিতেছি একা,
এল না জোয়ার !

গেল যবে, দিয়ে গেল অশ্রুর মদিরা,
করিলাম পান ;
মিলায়ে মিশায়ে গেল অমৃত-গরলে
তৃষাতুর প্রাণ !

শ্মশান-কঙ্কালগুলি বড় বাজে আজ,
ভেঙ্গে পড়ে হিয়া ;
সেদিনের স্বপ্ন স্মরি, কেন লো কল্পনা,
উঠিস্ মাতিয়া ?

সঙ্গীত শুকায়ে গেছে, আছে আর্ত্তনাদ ;
তাও তুমি চাও ?
ক্রন্দনে আছে কি ধ্বনি ?—তবে কেন মিছে
বেসুরে কাঁদাও !

একবার এসেছিল জনমে বসন্ত,
আর দেখা নাই ;
আনন্দের কুঞ্জবনে আগুন লেগেছে,
পুড়ে হ'ল ছাই !

মলয়ে হিল্লোল কই ? পূর্ণিমা মরেছে ;
নাই, কিছু নাই ;
অন্তরে যৌবন নাই, প্রেমে নাই প্রাণ ;
ছাই, সবি ছাই !

কপোতের প্রতি

কপোত রে, তোর কণ্ঠে একি যাদু, মরি !
কদম্ব কেতকী ফোটে কূজনে শিহরি ;
নদীবক্ষে জেগে উঠে সুপ্ত উর্ম্মিমালা ;
সকৌতুকে ছুটে' আসে মুগ্ধ বনবালা ;
ভাব হয় মূর্ত্তিমান্, ভাষার স্বকরে
জয়মাল্যখানি পেয়ে শিরে ল'য়ে ধরে !

থরে থরে ওই স্বর ঊর্দ্ধে গিয়ে লাগে ;
স্বর্গরূপসীর বুকে সোহাগে সোহাগে
লভি অমরতা-গতি, মোহিয়া অমরে,
লুকায়ে লুকায়ে ফিরে পীতমেঘস্তরে।
বেঁধেছে অনেক ভাট অনেক সঙ্গীত,
ধরা দেয় নাই কভু সে অপূর্ব্ব গীত !

কি মদিরা আছে তোর ছলছল স্বরে,
জল ফেলি বধূ তারে কুম্ভে ল'য়ে পূরে ;
স্তব্ধ হ'য়ে শুনে ব্যোম ; রবিরশ্মিগুলি
মর্ত্ত্যপানে ধেয়ে আসে লক্ষ বাহু তুলি ;
তরুলতা ভাবমোহে দোলে দাঁড়াইয়া ;
গোপাল-বালক নাচে করতালি দিয়া !

তুই একা চিরদিন বিরহের পাখী ;
সুখের রয়েছে সীমা,—জানালি তা ডাকি' !
সৃজন-প্রত্যূষে বিশ্বে এল শুধু হাসি ;
কবে এনেছিলি সাথে বেদনার বাঁশী ?
প্রেয়সীরে বক্ষে চাপি' তবু শান্তি নাই ;
সদা তোর হা হুতাশ,—কখন হারাই !

প্রিয়া বুঝি একদিন অভিমানভরে
উধাও মিশায়ে গেল সুদূর অম্বরে,
নন্দনের রস গন্ধ, পর্ণ পুষ্প ফল
করি দিল তারে শেষে পুলক-বিহ্বল ;
সুরবালিকার স্নেহে লইয়া বন্ধন
অনায়াসে সহি ছিল তোর অদর্শন !

যুগে যুগে জন্মে জন্মে করুণ উচ্ছ্বাস
তোর মুখে করিছে কি আপনা প্রকাশ ?
যত বিশ্ববিরহীর শুষ্ক অশ্রুজল
তোর কণ্ঠ চুমি কি রে ঝরিছে তরল ?
সহসা প্রমোদগৃহে পশি তোর স্বর
উৎসবেরে করি দেয় বিষে জর জর ?

ওরে পাখী, তোর মত আমিও পিপাসী ;
তোর সঙ্গসুখ তাই বড় ভালবাসি !
জানিস্ কি ?—অঙ্গে মাখি বকুল-সৌরভ
গাস্ যবে গদগদ প্রণয়ের স্তব,
কে আসে শুনিতে নিত্য হৃদয় উদাস,
নিত্য ফিরে যায় ঘরে ফেলিয়া নিশ্বাস !

আকাশের উদ্দেশে

তুমি শূন্য, তাই ধন্য ; আদি-অন্ত নাহি গো তোমার !
কোটি কোটি গ্রহতারা চুম্বি ওই নীল পারাবার,
হেসে যায়, ভেসে যায় ; ডেকে বলে,—রে উদ্ভ্রান্ত নর,
চেয়ে ছাখ্, কি সুন্দর কি অপূর্ব্ব বিশ্বচরাচর !
সে ডাকে উন্মাদ কবি শিহরিয়া ঊর্দ্ধ পানে চায় ;
নিত্য হেরে,—চন্দ্রোদয় ;—সূর্য্য তব শ্রীঅঙ্গে মিশায়।
নীল-আস্তরণরূপে ঝলসিয়া বৈকুণ্ঠ-প্রাঙ্গন,
আপনারে করেছ কি দেবাত্মার বিরাম-আসন ?

তুমি বুঝি কালচক্র ; অজ্ঞাত অদৃশ্য তব গতি ;
যত ভূত-ভবিষ্যৎ তোমাতেই করিছে বসতি !
কিম্বা তুমি পরলোক ; এ পারের কল্পনা স্বপন
রয়েছে তোমাতে গুপ্ত, বাক্যহীন তত্ত্বের মতন !

পুনর্ব্বার চেয়ে দেখি, তুমি শুধু শূন্য—শূন্যস্তূপ ;
যেন কোন দানবের নিদারুণ বিরাট বিদ্রূপ।
বিশ্বচিত্ত চমকিয়া, মহাকান্তি করিয়া বিস্তার,
কে তুমি রয়েছ জাগি ; এই আলো, এই অন্ধকার ?

খুলিয়া দেখাও, দেব, তোমার ও কুহকিনী পুরী,—
খেলা-শেষে জ্যোৎস্নাবালা কোথা থোয় লুকায়ে মাধুরী
বর্ষান্তে মেঘের মালা শোয় গিয়ে আলসে কোথায় ;
সপ্তর্ষি নিবিষ্টমনে অনুদিন কাহারে ধেয়ায় ;
চন্দ্রলোক কি রহস্য বিশ্ব হ'তে রাখিছে রুধিয়া ;
জ্যোতিষ্কমণ্ডল ঘোরে কি উৎসাহে নাচিয়া নাচিয়া ?
রূপহীন, স্পর্শহীন, ও কি সব, মিথ্যা, ভ্রান্তি, ছায়া ?
কিম্বা তুমি কামরূপী, সৃজিতেছ নব নব মায়া !

সংসারের সুখ দুঃখ, জন্ম মৃত্যু, অস্ত অভ্যুদয়
কখনো তোমার প্রাণে জাগায় নি বিস্ময় সংশয় ?
এত দুঃখে, এত সুখে হও নাই ব্যাকুল চঞ্চল ;
চিরদিন রয়েছ কি অনাসক্ত উদাস নিশ্চল ?

লক্ষকোটি অভিজ্ঞতা চুপে চুপে তব বক্ষে আঁকি
শতযুগ চলে গেছে বিদায়ের স্মৃতিচিহ্ন রাখি।
কত না দুষ্কৃতি-দৈন্য দেখিয়াছ অশ্রুভরা রোষে ;
কত পুণ্যলীলাক্ষেত্রে সাক্ষী হ'লে অপার সন্তোষে।

তাই সুখস্মৃতিভরে উঠ যবে হাস্যে উদ্ভাসিয়া,
নিখিলের অঙ্গে অঙ্গে রৌদ্র-হর্ষ উঠে বিকাশিয়া !
কভু বারিপাত-ছলে যাও যেন কাঁদিয়া গলিয়া ;
আবার ভ্রূকুটিভঙ্গে গুরু গুরু উঠ গরজিয়া !
পৃথিবী বুঝে না কিছু, অহর্নিশ অসীম আশ্বাসে
চেয়ে থাকে তব পানে শুধু স্নেহ, শুধু কৃপা আশে।
কভু সুধাধারা ঢালি কর তারে সজল সফল ;
কভু তীব্র জ্বালা হানি তার বুকে জ্বাল চিতানল।

এ কিসের আকর্ষণে শূন্যপথে রক্ষিছ ধরায় ;
সে আগ্রহে, আরো ঊর্দ্ধে একদিন তুলিবে না তায় ?
যেথা নীলিমার তলে উঠিতেছে উদাত্ত সঙ্গীত,
শুনাও সে রুদ্ধধ্বনি, ধরাবক্ষ হোক্ তরঙ্গিত !

স্বর্গ নাহি চাবে কেহ, সে ঐশ্বর্য্য কর যদি দান ;
জগতের, মানবের হ’য়ে যাবে তাতেই উত্থান।
তোল তবে দৈবহস্ত ; কর, কর অশুভ সংহার ;
নহে দাও মরণের সর্ব্বগ্রাসী অপার আঁধার।

হে আকাশ, ভেবে দেখ, বসুন্ধরা কি করিবে আশা ?
মৃত্যু তার বক্ষে বসি চিরতরে বাঁধিয়াছে বাসা।
বহুদিনে বহুযত্নে দুঃখিনী যা করিছে গঠন,
নিষ্ঠুর স্থাপিছে তাহে আপনার কঠিন চরণ !
একি রক্ততৃষাতুর হানাহানি মানবে মানবে ;
দুর্ব্বল হইছে চূর্ণ সবলের বিজয়-গৌরবে !
ধর্ম্ম নির্ব্বাসিত হ’য়ে লুকায়েছে লাজে তপোবনে ;
অধর্ম্ম বিজেতৃবেশে বসিয়াছে রাজসিংহাসনে !

শব্দবহ, সুধাকণ্ঠে পূর্ণ করি করুণা সান্ত্বনা,
এ ঘোর দুর্দ্দিনে কর বিশ্বাসের অভয় ঘোষণা।
তোল, তোল ভবিষ্যের রঙ্গালয়ে অন্ধ-যবনিকা ;
দেখাও, অদৃষ্ট যাহা, কি তাহাতে রহিয়াছে লিখা !

হবে কি দুঃখের শেষ ; পতিতের হবে কি উত্থান ;
জ্ঞান ভক্তি সন্ধি করি করিবে কি সত্যের সন্ধান ?
থাকে যদি পরিণাম, রাহুগ্রস্থ সূর্য্যের মতন ;—
ঊর্দ্ধ হ'তে ভূমানন্দে কর, কর স্বস্তি উচ্চারণ।

আমি দীন মর্ত্ত্যবাসী, চেয়ে চেয়ে তোমার অকূলে
আপনা হারায়ে ফেলি ; মহাশ্রমে আঁখি আসে ঢুলে'
ভাবের অমৃত-সিন্ধু ওই বক্ষে করে লীলাখেলা ;
ফিরে এক বিন্দু লাগি' খোলা-ভোলা প্রাণ সারাবেলা !
সৌন্দর্য্য দেয় না ধরা ; প্রকৃতি গুণ্ঠনে ঢাকে মুখ ;
তবু তারি পানে চেয়ে স্বপ্নে মোহে ভরি উঠে বুক ;
সে উল্লাসে শুনা যায় অনন্তের আনন্দ-বারতা ;
আমি মুগ্ধ, রটিলাম তোমার মহতী নীরবতা !

শিকার-স্মৃতি

সুসজ্জিত হ'য়ে ত্রস্তে একাকী বন্দুক হস্তে
বাহিরিনু শিকার-সন্ধানে ;
কিছু দূর চলে' যেতে মিলিল আখের ক্ষেতে
চকা-চকী, বসি একখানে।
লুব্ধ শিকারীর চিত্ত আহ্লাদে করিল নৃত্য ;
লক্ষ্য করি হানিনু গোলক।—
ছট্‌ফটি' চক্রবাক্ ডাকিয়া অন্তিম ডাক
স্পন্দহীন রহিল একক।
আচম্বিতে হাহাকার, শুনিনু, উঠিল কার,
সকরুণ অজ্ঞাত ভাষায় !—
উড়ি পড়ি লুটোপুটি, মৃতপতি-পদে লুটি'
চক্রবাকী কাঁদে উভরায়।
ঝাপটিয়া আর্ত্ত পাখা, সর্ব্বাঙ্গ ধূলায় মাখা,
নিয়ে যায় প্রাণান্ত বিদায় ;
পুন হেরি, ফিরে আসে অবোধ আকুল আশে,
স্নেহ-চঞ্চু পরশিয়া যায়।

একদিন, মনে পড়ে, দেখেছিনু সকাতরে
পতিহারা উন্মাদিনী বালা।—
এমনি সন্ধ্যায়, ধরা আঁধারে আঁধারে ভরা ;
স্তব্ধ কক্ষে ম্লান-দীপ জ্বালা'।
চাহিছে মৃত্যুর ছায়া গ্রাসিতে মানুষী মায়া,
জড়-গৃহ উঠিতেছে কেঁদে ;
শব আলিঙ্গিয়া বক্ষে ছল ছল দীপ্ত চক্ষে
বলে সতী,—ফিরে দে, ফিরে দে !
সে উন্মদ প্রেমবাণী কি কুহকে, নাহি জানি,
বিহঙ্গিনী শুনাইল আজ ;
ভুলাইল ব্যাধধর্ম্ম, বিদয়িয়া গেল মর্ম্ম ;
ভুঞ্জিলাম অশ্রুভরা লাজ।
মর্ম্মাহত পাখীটিরে ধূলি হ'তে তুলি ধীরে
মুখ চোক ধোয়ালেম জলে ;
আর না মেলিল আঁখি, বিমানবিহারী পাখী
ঘুমা'ল আমার করতলে।
প্রিয়া তার, হিংসা-দাহে, যেন ভস্মিবারে চাহে,
ধেয়ে ধেয়ে আসে মোর পানে ;
ক্ষোভে অভিমানে শেষে, উড়ে গেল নিরুদ্দেশে ;
কোথা গেল, কাহার সন্ধানে !

ওই যায়, ওই যায়, ডেকে ডেকে—হায়-হায়,
কোথা আছে কামনার ধন,
কোথা আছে শান্তি স্নেহ, কোথা সান্ত্বনার গেহ,
কই, কই, মৃতসঞ্জীবন !
সে যে দূর, অতি দূর, বুঝি স্তব্ধতার পুর,
কেহ নাই দেখাতে সীমানা;
শুধু নিঃসম্বল প্রাণ আপনারে করি দান
অসীমের করিবে ঠিকানা ?
অন্ধকার ধীরে ধীরে চৌদিক্ ফেলিছে ঘিরে ;
কেমনে কাটিবে ওর রাতি;
নিবিড় নীলিমামাখা কি আছে ওখানে ঢাকা ;
অন্ধকারে কে জ্বালিবে বাতি !
ও যে যায়, মিশে যায়, বুঝি, দুরাশায় ধায় ;
মৃত্যু কি রে মিলায় সান্ত্বনা ?
অথবা তখনো হাসি তৃষিতে কাঁদায় আসি
নিয়তির অশ্রান্ত ছলনা !

তরণ

(টেনিসনের "Crossing the Bar")

সন্ধ্যাসূর্য্য অস্তমিত, সন্ধ্যাতারা প্রভাসিত হবে ;
মোরে নিতে, চাই শুধু একটি আহ্বান !
তরঘাটে জলরব কলরব যেন থেমে যায়,
আমি যবে সিন্ধুমুখে করিব প্রয়াণ ;

এমন জোয়ার হোক্, চলন্ত —দেখাবে কিন্তু স্থির,
এত পূর্ণ—ফেনা নাই, ধ্বনি নাই তায় ;
অসীম অতল হ'তে যে জোয়ার আনিল আমারে,
পারে যাব, সে যখন ফিরিবে সেথায় ।

আধ-আধ অন্ধকার, সাথে সাথে সান্ধ্যঘণ্টারব,
শেষে হবে চরাচর তিমিরে মগন ;
বিচ্ছেদের দুঃখভার লেশমাত্র যেন নাহি রয়
বিদায়-তরণী'পরে উঠিব যখন।

দেশ-কালে পরিমিত আমাদের গণ্ডী ছাড়াইয়া
স্রোত যদি লয় মোরে দূর দূরান্তরে,
আমার সে কাণ্ডারীরে, আশা আছে, হেরিব সম্মুখে
কূল ত্যজি বাহিরিব যখন সাগরে।

পারে যাত্রীর উক্তি

ক্ষম' স্বর্গযাত্রীগণ, দিব ক্ষমা ফিরে।
বৈরীভাব, পরভাব স্বতঃ ধীরে ধীরে
লউক্ বিদায়। হের, মহাশূন্যব্যাপী
অসীম মুক্তির পথ। ত্রাসে কাঁপি কাঁপি
আশ্রয় খুজিতে হবে অকূলের কূলে,
অনিশ্চিত অদৃষ্টের পদচ্ছায়ামূলে
আত্মসমর্পণ করি ভাসিতে ভাসিতে
যদি উত্তরিতে পারি হাসিতে হাসিতে
ক্লান্তিহারী শান্তিধামে! যদি সে আবাসে
জীবন-রহস্যগুলি ধরা দিতে আসে!
রবিশশী গ্রহতারা মৌন ছিল ভবে,
এবে যদি পথ-সন্ধি কহে মোরে সবে
এই দীর্ঘ পর্য্যটনে! হায়, ক্ষণে ক্ষণে
কাঁদিয়া উঠিছে প্রাণ কাহার বিহনে!
নির্ভর করিতে শূন্যে হতেছে সংশয়;
মর্ত্ত্যের কাতর চিত্ত পায় নি অভয়।
বড়ই দুর্দ্দিন আজি, এ সঙ্কট মাঝে
অবহেলা অবিশ্বাস আর নাহি সাজে!

স্বদেশী বিদেশী হও, আমি সঙ্গী তব ;
সঙ্গীরে ফেলিয়া যাবে, পথে পড়ি রব
একা নিঃসম্বল প্রাণে ? তোমাদের পুণ্যবলে
আমারে নিবে না তুলি সাগ্রহে সকলে !
কি বলিলে ?—"ভাই, তোর কিসের ভাবনা ?
তোরে ছাড়ি শূন্য স্বর্গে আমরা যাব না।
ধরায় পতিত তুই, হেথা তোর তরে
রয়েছে অক্ষয়ক্ষমা আশীর্ব্বাদভরে
উত্তোলিয়া স্নেহবাহু !" আহা, বন্ধুগণ,
সংশয়ীরে শুনাইলে কি মধুবচন !
যা কিছু আমার দৈন্য দুরিত বালাই
দেহ সনে ওপারে কি হ'য়ে আছে ছাই !
উদার অনন্তে কি গো এবে বিচরণ ;
শুধু স্নান, শুধু পান, শুধু সন্তরণ
মহাপারাবারে ? এই চিরপূর্ণিমায়
ভেসে যাব ডুবে যাব জ্যোৎস্নায় জ্যোৎস্নায় !
কোথা সেই সুধাসিন্ধু ? কোথা সেই আলো ?
ওরে শূন্য, মৌন থাক্, আহা, তাও ভালো ;
বলিস্ না আচম্বিতে তৃষিতের কাছে,—
কিছু নাই, কিছু নাই মরণের পাছে !
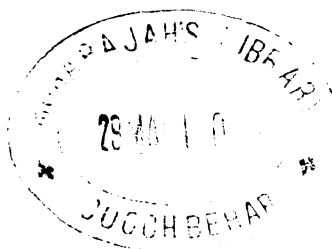
শেষভিক্ষা

যখন রব না আমি, রাখিও আমারে ধরে'
মায়ার মন্দিরে ;
তোমার করুণোচ্ছ্বাসে বিশ্ব যদি পরিহাসে',
নিশ্বাসিও ধীরে, অতি ধীরে।

যখন রব না আমি, রবে না আমার কিছু,
রাখিও আমারে ;
নবরঙ্গ নবোল্লাস অতীতেরে করে গ্রাস ;
তুমি জেগো মন্দির-দুয়ারে !

যখন রব না আমি, আমার সকলি হবে
বিকৃত বিস্মৃত ;
বিদায়ে কেঁদেছে যারা, বিয়োগে ত্যজিবে তারা ;
তুমি মোরে ছেড়ো না, বাঞ্ছিত !

যখন রব না আমি, অখ্যাত এ নাম, তাও
লুটাবে ধূলায় ;
তুমি ছাইমুষ্টি নিয়া রেখো তারে জীয়াইয়া ;
স্মৃতি বাঁচে স্নেহ-শুশ্রূষায়।

যখন রব না আমি, বসন্তের কুঞ্জে কুঞ্জে
গাবে শুক-সারী ;
তোমাদের বিশ্বময় হবে পূর্ণচন্দ্রোদয়
এনো মোরে দিয়ে সিন্ধু পাড়ি।

যখন রব না আমি, মৃতভার ব'য়ে ব'য়ে
পড়িবে নুইয়া ;
তারা-সখীগণে চাহি অনন্তের গান গাহি
দিও মোরে ঊর্দ্ধে উড়াইয়া !

অবসান

যাও তবে, সুরকন্যা, যামিনী পোহায় ;
শুকতারা দেখে বা তোমায় !
এতকাল বুকে ভরি তোমারে রাখিনু ধরি ;
সে সাধনে ঠেকে গেছি প্রণয়ের দায় ;
দেবতা সাধকে যথা — সব প্রেমে এক প্রথা ?
জলে পশি কণ্ঠ-তালু আরো যে শুকায় !

সব শেষ ? যাও, যাও ; কাল ব'য়ে যায় ;
সুখনিশি পোহায়-পোহায় !
কোন্ ত্রাসে কাঁপে বুক, কোন্ লাজে ম্লান মুখ ?
ধরা যদি পড়ে যাও জাগ্রত ধরায় !
যাও তবে, হায় হায়, 'যেও না' কি বলা যায়
অবসান আচম্বিতে ডাকে যবে 'আয়' ?